বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০২২-২০২৩

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

CamScanner

অধ্যায় ১: মেয়রের বার্তা

১.১ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের বার্তাঃ

সম্মানিত নগরবাসী, সহকর্মী কাউন্সিলরবৃন্দ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ- ''আসসালামু আলাইকুম''।

শুরুতেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাঙালী জাতির মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। স্মরন করছি '' আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী'' গানের অমর স্রষ্টা একুশে গানের রচয়িতা বিশিষ্ট সাংবাদিক, গীতিকার ,কলামিস্ট ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে যিনি গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। স্মরণ করছি ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আত্ম উৎসর্গকারী শত সহস্র শহীদদের। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মানবতার মা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, যার সর্বাত্মক সহযোগিতা, দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে আমাদের সকলের পথ চলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে ধারন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান কারিগর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমে বরিশাল কে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের বুকে মডেল নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আপনারা আমার পাশে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। ডেল্টা প্লাণ, রূপকল্প-২০৪১ ও এস.ডি.জি এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা বহুমূখী সেতু, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্নফুলী টার্নেল, বঙ্গবন্ধু রেলব্রীজ প্রকল্প, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্পসমূহ তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫শে জুন-২০২২ স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ২১ টি জেলার যোগাযোগ, বানিজ্যিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে করেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পদ্মা সেতু প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত বরিশালের আর্থ-সামাজিক সম্ভবনার দারকে উন্মোচিত করেছে। একটি অপশক্তি সব সময় পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করলেও মুজিব কন্যা, মানবতার মা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এই সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয় বরং এদেশ এখন পৃথিবীর বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি এই সেতুর মাধ্যমে আমাদের জননেত্রী বিশ্বমঞ্চে আমাদের দেশের জনগনের মর্যাদা ও ভাবমূর্তীকে উচু করেছেন। এই পদ্মা সেতুর সবচেয়ে সুবিধাভোগী হবেন বরিশালের জনগন, যেখানে বরিশাল হবে দক্ষিনাঞ্চলের বাণিজ্যিক হাব। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর আমি এই সিটি কর্পোরেশনকে যে আধুনিক মহানগরী করার প্রচেষ্টায় আছি, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন তা বহগুনে সহজ করে দিয়েছে। আমরা বরিশালবাসী তথা দক্ষিণের জনগন জননেত্রীর প্রতি এ জন্য আরো একবার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নগরীর প্রতিটি কাজকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে আমি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, মশক বিস্তার রোধ, রাস্তা ঘাটের আধুনিকায়ণ, রোগ নিয়ন্ত্রন, নগরী আলোকায়ন সহ জনগনের দূর্ভোগ লাঘবে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি।

CamScanner

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশ্ব কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা আপনারা অবগত আছেন। আমি এই মহামারির শুরু থেকেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে দ্রুত এই ব্যাধি মোকাবেলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করেছি। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ১ শত ৮২ জনকে ১ম ডোজ, ৪ লক্ষ ৪ শত ১২ জনকে ২য় ডোজ , ৯০ হাজার ৬ শত ৯৯ জনকে বুষ্টার ডোজ প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে ৮ম এবং বাংলাদেশে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৫টি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাস সার্ভিস, রোগী ও তাদের স্বজনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া পূর্বের বছরের ন্যায় এ বছরও বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, মাস্ক বিতরন কর্মসূচী, করোনার স্যাম্পল টেস্ট কালেকশন, করোনা রোগী চিহ্নিতপূর্বক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরন, বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাইকিং, এল.ই.ডি মনিটরের মাধ্যমে সচেতনমূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া নগরীর মুমূর্ষু রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য একটি আই.সি.ইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ও আরেকটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রোগ্রামসমূহে যেমন নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, এম.আর ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ সহ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বিসিসি শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। নগরীতে বর্তমানে ১০ হাজার ৪ শত ২৮ জন শিশুকে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা প্রদান সহ একটি নগর মাতৃসদন ও ৪টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়নে হোটেল এবং বিভিন্ন রেস্তোরায় ভেজাল খাদ্যের অভিযানে বিসিসির মোবাইল কোর্ট সদা তৎপর রয়েছে। এছাড়া খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানকে উন্নত রাখতে নগরীর সকল খাদ্যপণ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্যাথলজি ক্লিনিকগুলোকে সেবার গুণগত মান বজায় রক্ষার শর্তে স্যানিটারী লাইসেন্স ও নিবন্ধন এর আওতায় আনা হচ্ছে।

তাছাড়া জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জনবল বাড়িয়ে দিন রাত রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে অনলাইন সনদ প্রস্তুত অব্যহত রয়েছে। মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাযক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে, দ্রুত সময়ে তা বাস্তবায়ন হবে। কেন্দ্রীয় সার্ভারের ত্রুটিগত সমস্যাকে সামনে রেখেই এ অর্থ বছরে ১৭ হাজার ২ শত ২৭ জনকে নতুন জন্ম সনদ, ৩ হাজার ৩ শত ২৪ জনকে কপির সনদ, ৭ হাজার ৪ শত ৯৮ জনকে তথ্য সংশোধন সনদ এবং ৪ শত ৪৩ জনকে মৃত্যুর সনদ প্রদান করা হয়েছে। সার্ভারের ত্রুটি দুর হলে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

আমি দায়িত্বগ্রহনের পর লক্ষ করি প্লান শাখার অনেক অনিয়ম, দুর্নীতি ও সুদক্ষ লোকবলের অভাব রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে আমি প্লানিং শাখাকে নতুন রূপে সাজানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে লক্ষে নিজ উদ্যোগে নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতিসহ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ করি। নাগরীক সুবিধা নিশ্চিতকল্পে, পরিকল্পিত নগরী গড়ার লক্ষে ও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণের আমি প্রথম বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রচলন শুরু করি। যাহার ফলশ্রুতিতে নগরীর জমি সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। প্লান সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা দুরীকরনের জন্য নগর উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক থাকলে উক্ত কমিটির মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে প্লাণ অনুমোদন সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে প্লান

CamScanner

অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে । আমি দায়িত্বগ্রহনের পর প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৯০ টি প্লাণ এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৫ শত প্লাণ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যা চলমান রয়েছে।

জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ আপত্তি এবং আর আই শাখা কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জমির সঠিক পরিমাণ নিশ্চিতকল্পে এবছর নতুন ৯ জন সার্ভেয়ার নিয়োগ করা হয়েছে এবং সঠিক ভূমি পরিমাপের জন্য প্রতিটি মৌজার এস.এ ম্যাপ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরবাসীর জীবন মান উন্নয়নে প্লট বরাদ্দের লক্ষে কাউনিয়া হাউজিং প্রকল্প-২ গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান।

আপনারা অবগত আছেন, বিগত পরিষদের ২০১৬ সালের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বর্ধিত স্থাপনার হোল্ডিংসমূহের কর পুনঃনির্ধারনে শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত শুনানীতে তাদের কর বৃদ্ধি পেলে নগরবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি আমি অনুধাবন করে বর্ধিত কর কমানোর বিষয়ে গ্রাহকদের আবেদন গ্রহন এবং কর সংক্রান্ত শুনানীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ এপ্রিল ২০২২, ১৬ এপ্রিল ২০২২, ১৮ এপ্রিল ২০২২ এবং ২৮ মে ২০২২ তারিখে গ্রাহকদের উপস্থিতিতে গণশুনানী গ্রহণ করা হয় যা চলমান রয়েছে। গ্রাহকদের সমস্যা সমূহ বিবেচনা করে তাৎক্ষনিক বর্ধিত কর কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারন করা হয়। ফলে হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে নগরবাসির মধ্যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হয়েছে এবং তারা এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে। ফলে কর ধার্য্য শাখার কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়েছে। সেবা সহজীকরণ, নিয়মিত তদারকি ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি হোল্ডিং এর বিল গ্রাহকের কাছে পৌছে দেয়ায় হোল্ডিং ট্যাক্স এর আদায় গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সেবা সহজীকরণের জন্য পূর্বের ৭ কর্মদিবসের স্থলে বর্তমানে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া জরুরী ফি প্রদান সাপেক্ষে ১ কর্মদিবসের মধ্যেই ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের ব্যবস্থা করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১ হাজার ৫ শত ৯৩ টি নতুন লাইসেন্স প্রদানসহ সর্বমোট ৬ হাজার ৬ শত ৬৩ টি লাইসেন্স এর নবায়ন করা হয়।

আপনারা অবগত আছেন আইনানুসারে প্রতি ৩ বছর পর পর স্টলের ভাড়া বাড়ানোর কথা থাকলেও তা সর্বশেষ ২০১৪ সালের পর থেকে বৃদ্ধি করা হয় নাই। তাছাড়া স্টলের বরাদ্দ গ্রহীতা বিসিসির পূর্বানুমতি ছাড়া অন্যত্র স্টল ভাড়া দিয়ে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে কয়েকগুন বেশি ভাড়া আদায় করছে যা ভাড়াটিয়া চুক্তিপত্রের শর্তবিরোধী এবং এর ফলে কর্পোরেশন তার রাজস্ব হারাচ্ছে। বিষয়টি অনুধাবন করে আমি ২০ মে ২০২২ তারিখে অংশীজনের নিয়ে একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করি এবং উক্ত সভায় সর্বসম্মতভাবে একটি যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। ফলে স্টল ভাড়া সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের জটিলতা দূর হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

আমি যানবাহন লাইসেন্স শাখাকে নতুন রূপে ঢেলে সাজাতে জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে পৃথক শাখা গঠন করে নগরীর ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক (থ্রি-হুইলার) ও রিক্সাকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ সহ যানবাহন নিবন্ধন, চালক বা ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রশিক্ষন, চালকদের ড্রেসকোড নির্ধারণ , চার্জিং স্টেশন পয়েন্ট স্থাপণ, পার্কিং জোন নির্দিষ্টকরণ সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। আশা করছি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

CamScanner

নগরীর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এসডিজি, রূপকল্প-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ডেল্টা পরিকল্পনার অংশ হিসাবে টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে রাস্তা ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট, পার্ক ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে কোন প্রকল্প অনুমোদন না হওয়া সত্ত্বেও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশে এই প্রথম পাঁচ বছরের গ্যারান্টিতে ১৮.১১ কি.মি. নতুন সড়ক নির্মাণ, ১৫ কি.মি সড়ক সংস্কার, ২ টি মার্কেট সংস্কার, বিসিসির ১টি গ্যারেজ ভবন এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ, ২টি সেবক কলোনীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও বন্টন, ১.১০ কি.মি. রোড ডিভাইডার, ৫০০ মি. ড্রেন কাম ফুটপাত, ২.৫ কি.মি. খাল সংস্কার ও পুনঃ খনন, ২টি পার্ক নির্মাণ, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (রোড মার্কিং, স্পিড ব্রেকার, জেব্রাক্রসিং ও রোড সাইন)-২০ কি.মি., ৩ টি মসজিদ পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার, ২০০ মিটার বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ, ১০ কি.মি. ড্রেনের টপস্লাব নির্মাণ, ১টি স্কুল মাঠ সংস্কারসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ, ২টি বাস টার্মিনাল চত্বর মেরামত করণ কাজ, ১ টি মাদ্রাসা নির্মাণ, ২৫০ মি. ফুটপাত নির্মাণ সহ অন্যান্য নগর উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালীন নিয়মিত বায়ু ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া আমার প্রচেষ্টায় বিসিসির তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা-বরিশাল- পটুয়াখালী মহাসড়কের সাগরদী ব্রীজের দুই পার্শ্বে দুইটি বেইলি ব্রীজ স্থাপণ করে প্রশস্তকরণের ফলে ঐ স্থানের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

গৌরবের পদ্মা সেতু উদ্বোধনে নগরীর যানজট নিরসনে বরিশাল শহরের গড়িয়ার পাড় থেকে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার লক্ষে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ, বিআরটিএ সহ বরিশাল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সড়ক প্রশস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখিত সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ সমাপ্ত হলে নগরীর যানজট দূরীকরণসহ জনদূর্ভোগ লাঘব হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। একই সাথে বরিশাল বিভাগের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে।

এছাড়া বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন শীর্ষক (কে.এফ.ডব্লিউ) প্রকল্পের আওতায় বিআইপি (ত্রিশ গোডাউন) সড়কের প্রশস্তকরনের কাজ সমাপ্তকরণসহ ১.৮৯ কি.মি. নতুন সড়ক নির্মাণ এবং ৪.৫ কি.মি. ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত নগরীতে ৪৫ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ, ৬৭ কিঃমিঃ সড়ক সংস্কার, ৮ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ ৪টি ব্রীজ নির্মাণ, ৪টি কালর্ভাট নির্মাণ, ২টি সেবক কলোনীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ ২টি পার্ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে ।

“বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন” এবং “বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন খালপাড় সমূহের পাড় সংরক্ষনসহ পুনঃ উদ্বার ও পুনঃখনন” শীর্ষক দুটি প্রকল্পের
ফিজিবিলিটি স্টাডি পূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রনালয়ে প্রকল্প প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

CamScanner

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সৃজনশীল ও পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। আপনারা জানেন জনগনের দূর্ভোগ লাঘবে আমি প্রথম রাতের বেলা যে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সূচনা করেছি তা বর্তমানে সারা দেশে মডেল হিসেবে অনুসরন করা হচ্ছে। বরিশাল নগরীকে ক্লিন ও গ্রীন সিটি করার লক্ষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এক মহাপরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারীদের ১ম দফায় ৭,৫০০ টাকা থেকে ৯,০০০টাকায় এবং ২য় দফায় তা ১০,০০০ টাকায় উন্নিত করা হয়েছে। ঝাড়ুদারদের মাসিক মজুরী ১ম ধাপে ৩৬০০ টাকা থেকে ৪,৫০০ টাকায় এবং ২য় ধাপে তা ৬,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১,৫১৬ জন দৈনিক মজুরীভিত্তিক শ্রমিক ও ঝাড়ুদার নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকল দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদের জন্য ঈদ বোনাস ও বৈশাখী ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মৃত প্রত্যেক শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান এবং অসুস্থ শ্রমিক ও ঝাড়ুদারদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নগরীর জলবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে দৈনিক প্রায় ৭০ টন ড্রেনের বর্জ্য অপসারন করা হচ্ছে এবং দৈনিক উৎপাদিত প্রায় ৩০০ টন আবাসিক ও চিকিৎসা বর্জ্য প্রতিদিনই অপসারন করা হচ্ছে। এছাড়া জলাশয় সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী অবৈধ ড্রেজিং বন্ধ করা হয়েছে যার ফলে নগরীর জলাশয় ভরাট বন্ধ এবং নদী ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া নগরীর খালগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনার জন্য খাল পূনঃখনন, খাল পাড় সংরক্ষণ ও সম্প্রসারন, অবৈধ দখল পুনরুদ্ধারের জন্য বিসিসির বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ইতিমধ্যে জাতীয়ভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এডিস মশা নিধন ও ডেঙ্গুর প্রাদূর্ভাব রোধে নগরীর সুবিধা বঞ্চিত ও ঘনবসতি এলাকাসমূহ সহ নগরীকে কয়েকটি জোনে বিভক্ত করে ফগার মেশিন এবং হ্যান্ড স্প্রে এর মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ১৫ হাজার লিটার মশক নিধন ঔষধ ছেটানো হয়েছে যা বর্তমানে চলমান। এছাড়া "বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন লামছরি অঞ্চল মৌজা: চরআইচা এ আবর্জনা / সলিড বর্জ্য নিস্পত্তি গ্রাউন্ডের সরঞ্জাম সরবরাহ এবং উন্নতি" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হবে।

বরিশাল নগরীতে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহে বিসিসি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নগরীতে দৈনিক পানির চাহিদা প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লিটার । আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর দৈনিক পানি উত্তোলন ক্ষমতা ২ কোটি ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার লিটার থেকে উন্নিত করে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত লিটার করেছি। পানির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন ২৮৯ কিঃমিঃ থেকে ২৯৬ কিঃমিঃ এ বৃদ্ধি করেছি এবং ১৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে । নগরীর কাশিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, কাশিপুর নবজাগরনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেরে-ই-বাংলা স্কুল কাউনিয়া হাউজিং সংলগ্ন পলাশপুর পুরাতন পাম্প এবং ২৬ নং ওয়ার্ডে বোর্ড অফিস সংলগ্ন স্থানে ৫ টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৪টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন ৫ টি সহ মোট ৩৭ টি পাম্পে ফ্লোমিটার স্থাপন করে পানির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হচ্ছে। তাছাড়া ১০টি পুরাতন সাবমারসিবল পাম্প মেরামত করা হয়েছে এবং ১২ টি নতুন সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নগরীর বিভিন্ন কলোনীতে ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০ টি গভীর নলকুপসহ মিনি ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২০ টি পি.ভি.সি ট্যাংকসহ গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে মসজিদ, মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পানির লাইন ও পানি সরবরাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ সংযোগ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ও জরিমানার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে । বিভিন্ন সমাজকল্যান মূলক কার্যক্রমে চাহিদা মোতাবেক ভ্রাম্যমান পানির ট্যাংক দিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এলাকা যেমন কলোনীসমূহে ভ্রাম্যমান পানির ট্যাংক দিয়ে চাহিদা মোতাবেক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। করোনা প্রার্দূভাব রোধে নগরীর বিভিন্ন সড়কে জীবানুনাশক স্প্রে করণ কার্যক্রম

CamScanner

নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নিরবিঘ্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য গ্রাহকরা নিয়মিত পানির বিল বকেয়াসহ পরিশোধ করায় সেবা মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পানি শাখার রাজস্ব আয় গত বছরের তুলনায় ১৪.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে আমিই প্রথম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি বাল্ব সহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ২ বছরের গ্যারান্টিতে ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহন করি। বিদ্যুৎ খাতে ৩০ টি ওয়ার্ডে সি.এফ.এল বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ১৫ হাজার ৭ শতটি এল.ই.ডি বাল্ব স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে বিসিসির সার্বিক বিদ্যুৎ বিল ২৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ হাজার ৭ শতটি নতুন বাল্ব স্থাপন, ৫ হাজার ৪ টি রিপ্লেসমেন্ট, ৮ হাজার ৭ শত ৪ টি সড়ক বাতি মেরামত সহ বিগত ৩ বছরে ১৫ হাজার ৭টি নতুন বাল্ব স্থাপন, ১১ হাজার ৯ শত ৫ টি রিপ্লেসমেন্ট সহ মোট ২৭ হাজার ৬ শত ৫ টি সড়ক বাতি মেরামত করা হয়েছে। নগরীর বিদ্যুৎতায়নের সঠিক হিসাব পরিমাপের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ট্রেড ম্যাজিস্ট্রিক এর মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ সড়ক বাতির ইনভেনটরি করে বিদ্যুতায়নের জন্য ২৭৬ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদিত হলে ১৬,০৯৪ টি পোল এবং ২০,৫০৯ টি নতুন সড়কবাতি স্থাপন করা যাবে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে জ্বালানী তৈলের ব্যবহার এবং গাড়ির মেরামত খরচে পূর্বের চেয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পূর্বে যেখানে জ্বালানী তৈলের মাসিক ব্যয় ছিল ১১ থেকে ১২ লক্ষ টাকা তা এখন তৈলের দাম ও কিছু গাড়ীর সংখ্য বৃদ্ধিসত্ত্বেও ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। যার ফলে পরিবহন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আপনারা জানেন, বিসিসির মালিকানাধীন এ্যাসফাল্ট মিক্সিং প্লান্টটি দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল যা আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর পুনঃরায় চালুর ব্যবস্থা করিলে সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রেখে কার্পেটিং এর মালামাল প্রস্তুত করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে ৫ বছরের গ্যারান্টি সহকারে রাস্তা নির্মাণে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করছে। এছাড়া প্লান্ট, রোলার, ট্রাক ও অন্যান্য পরিবহন সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ঠিকাদারদের নিকট ন্যায্যমূল্যে ভাড়া দেয়া হচ্ছে যা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে। পরিবহন শাখার সাথে পরিচ্ছন্নতা ও বিদ্যুৎ শাখার সমন্বয় করে বিসিসির আওতাধীন কাজ পরিচালনা করায় পরিবহন ব্যবহারের যথার্থতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরে ঘরমুখো লঞ্চযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে লঞ্চঘাট হতে রূপাতলী ও নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমিই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্ব-নামধন্য অডিট ফার্ম হতে অডিটর নিয়োগ করি যা সম্প্রতি মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জোড় আরোপ করেছেন। উক্ত অডিটরের মাধ্যমে বিসিসির বিভিন্ন নীতিমালা, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিমাসের বেতন ভাতা নিরীক্ষাকরণ, প্রাক্কলনসহ ঠিকাদারী কাজ নিরীক্ষণ, কাজের পরিমাপ বই যাচাইকরণ ও দৈনন্দিন মজুদ মালামাল পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি শাখার মনিটরিং ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর ব্যাংক হিসাব চালুকরণ সহ বিসিসির প্রতিটি লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

CamScanner

বিসিসির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন, বোনাস, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, যাতায়াত সুবিধাসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধা প্রদান ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য ল্যাম্পগ্রান্ড, গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া বিসিসির অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৫১১ টি মসজিদের ৯৬৬ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে এবং ৮৫ টি মন্দিরের পুরোহিতদের মাসিক সম্মানী, প্রতিটি মন্দির ও গির্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং প্রতি মাসে প্রতিবন্ধি, অস্বচ্ছল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৫৪ জনকে মোট ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা সহ বিগত ৩ বছরসহ মোট ১,৩৪৭ জনকে সর্বমোট ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৭ শত টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রায় ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি **কার্ড বিতরণ চলমান রয়েছে।**

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি পরিকল্পিত, সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে আপনাদের সেবক হয়ে কাজ করেছি। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে এই শহরের দায়িত্ব নিয়ে গণতন্ত্রের মানসকন্যা মানবতার মা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আমি একটি স্ব-নির্ভর দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে দাঁড় করিয়েছি। গৌরবের পদ্মা সেতু উদ্বোধনে বরিশাল সিটি দক্ষিন বঙ্গের বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হতে যাচ্ছে, তার জন্য আমরা বরিশালবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

১.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অর্জনসমূহঃ

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) তে বিসিসির অর্জিত নম্বর ছিল মাত্র ২৯ এ প্রেক্ষিতে বিসিসির সকল দপ্তরে ধারাবাহিকভাবে দূর্ণীতি দমন, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সর্বশেষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯০.০৬ নম্বর পেয়ে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করে।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা আনায়ন করা হয়েছে এবং রাতেই নগরীর সকল বর্জ্য / ময়লা অপসারন করা হচ্ছে। ফলে দিনের বেলা নগরবাসীকে দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। একই সাথে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়াতে ইউনিফর্ম প্রদান ও বেতন বৃদ্ধিসহ তা যথাসময়ে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে।
- প্রকৌশল (সিভিল) শাখার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনসহ মাস্টার প্লান অনুযায়ী পরিকল্পনা মাফিক অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট) নির্মাণ সহায়ক দ্রব্যাদির তালিকা (ইনভেন্টরি) ও বিদ্যুৎ শাখা কর্তৃক (স্ট্রিট লাইট, লাইট পোস্ট) তালিকা (ইনভেন্টরি) প্রস্তুত করা হয়েছে। একই সাথে বিসিসির সকল রাস্তা, ড্রেন, ব্রিজ, কালভার্ট ও অন্যান্য স্থাপনার আইডি নম্বর প্রদান করা হয়েছে। আমরা শোকেজিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রথমবারের মত ইনভেন্টরি এবং রোড আইডি প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করি। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে তার অধিনস্ত সকল দপ্তর ও সংস্থায় বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য জোরারোপ করে।
- বাংলাদেশের স্বনামধন্য অডিট ফার্ম হুদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কো, চার্টাড এ্যকাউন্ট্যান্ট হতে অডিটর নিয়োগ করা হয় যা মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে জোরারোপ করে। উক্ত অডিটরের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন নীতিমালা, প্রতিমাসের বেতন ভাতা নিরীক্ষাকরণ, প্রাক্কলনসহ ঠিকাদারী কাজ নিরীক্ষণ, কাজের পরিমাপ বই যাচাইকরণ ও দৈনন্দিন মজুদ মালামাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি শাখার মনিটরিং ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

CamScanner

- পূর্বে বিসিসির একাউন্ট ছিল ১১০টি, বর্তমান মেয়র মহোদয় দায়িত্ব গ্রহনের পরে রাজস্ব (হোল্ডিং ট্যাক্স, পানির বিল, ট্রেডলাইসেন্স ফি সহ অন্যান্য) আদায়ের জন্য শুধুমাত্র ৩০টি এ্যাকাউন্ট, ব্যয়ের জন্য ২টি মূল এ্যাকাউন্ট এবং উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১৩টি এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও মজুরি স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।
- নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে ড্রেনের স্লাজ অপসারন করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত ব্যয় না করেই জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কার্পেটিং দ্বারা ওভার লে করে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদী টেকসই রাস্তা নিমার্ণ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহ মেরামত করা হয়েছে।
- দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ হয়েছে, ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানী মেইনটেনেন্সসহ অন্যাণ্য পরিচালন ব্যয় কমেছে।
- ২০০৫ সাল থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাচুইটি ও লাম্পগ্রান্ট এককালীন ৪ কোটির অধিক টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিসিসির অন্তভূক্ত ৫১৪ টি মসজিদের ৯৭৪ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে, ৬২ টি মন্দিরের পুরোহিত, ১২ টি গির্জার ধর্মযাযকদের মাসিক সম্মানী, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং প্রতি মাসে প্রতিবন্ধি, অস্বচ্ছল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান চলমান রয়েছে। এছাড়া নগরির বান্ধ রোডে ইমামদের জন্য ইমাম ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে।
- এছাড়াও নগরীর ৩০ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের মাঝে স্বল্পমূল্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রায় ৯০ হাজার টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
- হোল্ডিং ট্যাক্স কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়। ফলে হোল্ডিং ট্যক্স নিয়ে নগরবাসীর মধ্যে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হয়েছে এবং তারা এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছে। হোল্ডিং ট্যক্সের ধার্য আদায় ও পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দূর্নিতি রোধ করার ফলে রাজস্ব আয় বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতঃ অবৈধ সংযোগ চিহ্নিতকরে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে নাগরিক সেবা ও রাজস্ব আয় বেড়েছে।
- ট্রেড লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি আনায়ন করা হয়েছে। পূর্বে ৯৮৭১ টি ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও বর্তমানে ১৭৬৭৫ টি ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে।
- দোকান বরাদ্দে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা সমূহ চিহ্নিত করনসহ বকেয়া রাজস্ব সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- বিসিসির প্লান শাখা কর্তৃক প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে নগরবাসীদের দূর্ভোগ লাগবে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে প্লান অনুমোদন কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে ১৫ দিনের ভিতর স্বল্প সময়ে ও সঠিক নিয়মে প্লান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জনস্বার্থে নলকূপ স্থাপন ফি পূর্বের থেকে অর্ধেকে নিয়ে আসা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ফনী, আইলা, সিত্রাং মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করাসহ দূর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমান পরিষদের শুরু থেকেই ব্যাপকভাবে মশক নিধনের কার্যক্রম চলছে। মশক নিধনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ আনা হয়েছে। ৩০ টি ওয়ার্ডে মশার ঔষধ স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এবং এ কাজঅব্যাহত থাকবে।
- নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে বিশেষ করে নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে "আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প- ২য় পর্যায়" এর কাজ শুরু হয়েছে। ইহা

CamScanner

ছাড়া সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ৮৯ টি অস্থায়ী ও ১৩ টি স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

- কোভিড - ১৯ ভ্যাক্সিন কার্যক্রমে ৩০ টি ওয়ার্ডে আলাদা আলাদা বুথের মাধ্যমে করোনা টিকা প্রদান করা হয়। টিকাদানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিশ্বে ৮ম এবং বাংলাদেশে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়া ৫ টি এ্যম্বুলেন্সের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষ রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- পবিত্র ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহায় ঘরমুখো লঞ্চযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে লঞ্চঘাট হতে রূপাতলী ও নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল পর্যন্ত বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
- দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত এসফল্ট মিক্সিং প্লান্টটি সচল করে কার্পেটিং এর গুনগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৩ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিশ্রুতিঃ

১। নগর উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রতি ৬-১২ মাসের স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (APA) প্রস্তুত করা ও উহার বাস্তবায়ন পরবর্তী সভায় উহার মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।

২। বিষেশজ্ঞ দ্বারা জলাবদ্ধতার কারন চিহ্নিত করে সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ।

৩। সিটি কর্পোরেশনের আয়তন বৃদ্ধি সহ মাস্টার প্লান রিভিউ ও ড্যাপ (DAP) প্রস্তুত করা।

৪। খালসমূহ বিশেষ করে জেল খাল ও সাগরদী খাল পুনরুদ্ধার পুনঃখনন, পাড় সংরক্ষণ, ওয়াক ওয়ে, বাই-সাইকেল লেন ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ।

৫। নগরীর শোভারানীর খাল উদ্ধার করে অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ন বধ্য ভুমি ও বিনেদন কেন্দ্র কীর্তনখোলা নদীর পাড়ের রাস্তা প্রশস্থ করে নগরবাসীর বিনোদন ব্যবস্থা প্রদান ।

৬। নগরীতে ১০০% স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৭। বরিশাল মহানগীকে শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজায়ন নগরী হিসাবে গড়ে তোলা।

৮। নগরীর গড়িয়ারপাড়ে আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

৯। নগরীর নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের জায়গায় আধুনিক নগর ভবন এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১০। নথুল্লাবাদ, রুপাতলী, হাতেমআলী চৌমাথা, জেল খানার মোড়, কাকলীর মোড়, নতুন বাজার, জেলা স্কুলের মোড়,

মেডিকেলের সামনে ও জজ কোর্টের সামনে প্রয়োজন মতো ফুটওভার ব্রীজ, আন্ডারপাস ওভার পাস নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।

১১। নগরীর আমতলা পার্ক আধুনিকীকরণ ও টিবির পুকুরকে আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র ও পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা।

১২। নগরীর হাতেমআলী চৌমাথায় আধুনিক বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১৩। নগরীর আমানতগঞ্জে আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার কাম বহুতল মার্কেট এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

১৫। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাবলিক টয়লেট তৈরি করা। শিশু ও মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।

১৬। নগরীর প্রতিটি এলাকায় পর্যাপ্ত আধুনিক ডাস্টবিন এর ব্যবস্থা গ্রহন করা। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খাল ও ড্রেনসমূহ প্রতি বর্ষা

মৌসুমের আগে ক্রাস প্রোগ্রামের আওতায় পরিস্কার করা। নতুন বাজার/বড় বাজার/হাটখোলা/ পেয়াজ পট্টি/ মাছের আড়ৎ, কলা পট্টি সহ সকল বাজারের ময়লা- আবর্জনার বিশেষ ব্যবস্থা যাতে উহা জেল খালে না ফেলা হয়।

১৭। কীর্তনখোলা নদীরপাড়ে অসমাপ্ত শহর রক্ষা বাঁধ-কাম রিং রোড ও লিনিয়ার পার্ক নির্মাণ এর ডিজাইন ও ডিপিপি অনুমোদন করা।

CamScanner

১৮। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন।

১৯। জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পলাশপুর, রসুলপুর ও কলাপট্টি এলাকায় সমন্বিত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।

২০। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে সম্পুর্ণ অটোমেশন ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর আওতায় এনে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান করা।

২১। মাদক মুক্ত নগরী গড়া ও সন্ত্রাসমুক্ত নগরী গড়া।

অধ্যায় ২: এক নজরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি এবং মূল বৈশিষ্টসমূহঃ

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মভূমি বরিশাল। কীর্তখোলা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচ্যেও ভেনিস খ্যাত বরিশাল মহানগরী।ঐতিহ্যবাহী ঘটনাবলী শত জ্ঞাণীগুণীর পদচারনায় মুখরিত এবং নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শৈশব থেকে আজ যৌবনে পদার্পন করেছে বরিশাল মহানগরী।সুদূর অতীতে দক্ষিন বঙ্গেও মানুষের জীবন ধারনের একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল লবণ ব্যবসা।এর কারণেই বিলুপ্ত সুগন্ধা আজকের কীর্তনখোলা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল একটি ছোট্ট বন্দর।সতের শতকে মাত্র ৬৮ একর জমির উপর গড়ে উঠা এ বন্দরটির নাম ছিল গিরদে বন্দর।লবণ ব্যবসায়ী ও জেলেরা বাস করত এই বন্দরে। কালের বিবর্তনে বড় বড় লবণের গোলা এবং শুল্ক আদায়ে বড় চৌকি গড়ে ওঠে এখানে। ইংরেজ বণিকরা এ গিরদে বন্দরকে বড়িসল্ট বলত যা পরবর্তীকালে বরিশাল নাম পরিচিতি লাভ করে। বরিশাল নামকরন নিয়ে একটি রূপকথার গল্প প্রচলিত আছে। মিঃ বেরী নামের এক পর্তুগীজ এক বিদূষী কন্যা শেলীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্নহত্যা করে। এ সংবাদ শুনে শেলীও আত্নহত্যা করে। উভয়কে শিবপুর বিল্ডিং এর পার্শ্বে কবর দেয়া হয়। মিঃ বেরী ও শেলীর নামানুসারে গিরদে বন্দরের নাম করণ করা হয় বরিশাল চন্দ্রদ্বীপ।রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র সাহা পাশায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর গিরদে বন্দরের চারিধারে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। কাউনিয়া, আমানতগঞ্জ, কাশিপুর,জাগুয়া,বগুড়া-আলেকান্দাসহ প্রায় সব এলাকাতেই জনপদের সৃস্টি হয়। বরিশাল মৌজার তালুকের নাম হরিধারা নাথ মালিক দেবী চরন ও অন্যান্য ১৮৩১ সালে সরকার মালিক রাম কানাই রায়ের নিকট থেকে বরিশাল মৌজা ক্রয় করে।বাড়ৈকরন থেকে বাকেরগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ থেকে ১৮০১ সালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইল্টনের প্রচেষ্টায় জেলা সদর বরিশার স্থানান্তরিত হয়। মোঘল শাসনের অমিত্মমলগ্নে উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে শহরবাসীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়র নিয়োগ করে শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৮৬৯ সালে বরিশাল শহরে টাউন কমিটি গঠন করা হয়। তদানিমত্মন জেলা প্রশাসক জে. সি প্রাইজ ছিলো টাউন কমিটির প্রথম সভাপতি। ১৯৭৬ সালে বরিশাল শহরকে মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে ঘোষনা করা হয়। স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বরিশালমিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয় জনসাধারণের মধ্য থেকে প্যারীলাল রায় ছিলেন বরিশালমিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। ২৫ বর্গকিলোমিটারের বরিশাল পৌরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল দশটি। ১৯৮৫ ইং সনে এটি প্রথম শ্রেনীর পৌরসভাতে এবং ২০০২ সালের ২৫ জুলাই বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। ২৫ বর্গকিলোমিটার থেকে বর্ধিত এর আয়তন দাঁড়ায় ৪৫ বর্গকিলোমিটারে । বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ, ওয়ার্ড সংখ্যা ৩০ টি। ৩০ টি ওয়ার্ডে ৩০ জন সাধারন আসনের ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয় এবং ১০ জন সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড কমিশনার (মহিলা কমিশনার) নির্বাচিত হয়। ৩০ টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত কমিশনারগণ জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে

CamScanner

থাকেন।বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ৩ টি অঞ্চলে বিভক্ত। ৩ টি বিভাগের মাধ্যমে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

আয়তন ও প্রতিষ্ঠার তারিখ

বরিশাল পৌরসভা স্থাপন ঃ ০৫/০৫/১৮৬৯খ্রিঃ
বরিশাল বিভাগের প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৩ খ্রিঃ
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার তারিখঃ ২৫/০৭/২০০২ খ্রিঃ
সিটি কর্পোরশনের আয়তন ঃ ৫৮ বর্গ কিঃমিঃ।
সিটি কর্পোরেশন এলাকার মৌজা সংখ্যাঃ ২৭ টি।
ওয়ার্ডের সংখ্যাঃ ৩০ টি।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশঃ

বরিশাল শহর কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে একটি উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর যা বর্তমানে হয়ে উঠেছে এই নগরীর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। বরিশালের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ২৫.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ২০০৫ মিলিমিটার। বরিশাল বিভাগ অতি প্রাচীনকাল থেকেই অফুরান্ত ও প্রাণবন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ভৌগলিকভাবে এই অঞ্চলের পাওয়া গেছে অফুরান্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই অঞ্চলের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ ঘটার সাথে সাথে বরিশালের জলবায়ু দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন ও বাইরে গড়ে ওঠা ইট ভাটা ও সিমেন্ট কারখানাসহ অন্যান্য ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিয়ত ধোয়া নিঃসরিত হচ্ছে, যা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া পূর্বে গঠিত অপরিকল্পিত বিভিন্ন ভবন নগরীর সৌন্দর্যকে অনেকখানি নষ্ট করেছে এবং বর্তমানে পরিকল্পিত নগরী গড়ার অভিপ্রায়কে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান,খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান,উদ্যান,পুকুর ও প্রকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ করা জরুরী,নতুবা সিটি এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

আঞ্চলিক/জাতীয় প্রেক্ষাপটে শহরের আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যঃ

দেশের খাদ্যশস্য ও মৎস্য উৎপাদনের অন্যতম মূল উৎস বরিশাল। একে বাংলার ভেনিস বলা হয়। বাংলার শস্য ভান্ডার বরিশাল একদা "এগ্রিকালচারাল ম্যানচেস্টার" হিসেবে পরিচিত ছিল। বরিশালের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল বাংলার অর্থনীতি। সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা এ অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে দিয়ে এসেছে অফুরান্ত ধন-সম্পদ আর সীমাহীন প্রাচুর্য। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট এবং বসবাসের জন্য উত্তম। কৃষিই ছিল এ দেশের অর্থনীতির মূল উৎস। পর্যটক রালফ ফিস ১৫৮০ সালে বাকলাকে অত্যন্ত সম্পদশালী আখ্যায়িত করে এখানকার প্রচুর চাল,কার্পাস, রেশমবস্ত্র ও সুবৃহৎ ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই

CamScanner

প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে আসছে। প্রাচুর্যের দেশ বাকলায় সাগরপথে আরব বণিকগণ বাণিজ্য করতে আসতেন। আজকের মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় সেকালে এ ভূ-খন্ডটি ছিল বিশ্ববাসীর অন্যতম লোভনীয় অঞ্চল। বরিশাল অঞ্চলের জনগন সত্যিকার অর্থে আরামপ্রিয় ও ভোজন বিলাসী। পারিবারিকভাবে এরা খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। তেলে-ঝালে রকমারী সুস্বাদু খাবারের পরে একটা মিষ্টান্ন ছাড়া তাদের তৃপ্তি আসে না। এখানে খেজুরর রস,গুড়,নারিকেল,দুগ্ধছানার তৈরি পিঠার প্রকার "শ" এর কাছাকাছি। কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত বরিশালে বেড়াতে এসে লিখেছেন 'এখানে খাদ্য সুখের কথা বর্ণনা করা যায় না, এখানকার মতো উত্তম চাউল বোধ করি বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই'।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর বরিশাল সড়ক ও নদীপথ উভই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। পূর্বে রাজধানী ঢাকা যেতে সড়কপথে যেখানে ৮ থেকে ৯ ঘন্টা সময় লাগতো তা এখন মাত্র ৪ ঘন্টাই পৌছানো সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গণে বরিশাল এক অসাধারণ স্থান দখল করে আছে। বাঙালির অনেক কীর্তি আর কৃতিত্বের সাথে জড়িয়ে আছে বরিশালের নাম। মহান নেতা শের-ই- বাংলা এ কে ফজলুল হক, কবি সুফিয়া কামাল,কবি জীবনানন্দ দাশ,চারণ কবি মুকুন্দ দাসসহ আরো অনেক কীর্তিমান জন্ম নিয়েছেন বরিশালে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন,স্বাধীনতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে বরিশাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

সর্বশেষ আদমশুমারি(২০২২) অনুসারে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৩৫ জন। বরিশাল শহরবাসীর শিক্ষার হার ৭৭.৫৭% যা দেশের গড় শিক্ষর হার(৭৪.৬৬%) থেকে তুলনামূলক বেশি। বরিশাল শহরে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ১৮২৯ সালে বরিশাল ইংলিশ স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে যা বর্তমানে বরিশাল জিলা স্কুল নামে পরিচিত। এটি সমগ্র বরিশাল বিভাগের মধ্যে প্রথম ও দেশের অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৪ সালে ব্রজ মোহন বিদ্যালয় ও ১৮৮৯ সালে ব্রজ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এ কলেজের মান এতই উন্নত ছিল যে অনেকে একে দক্ষিণ বাংলার অক্সফোর্ড বলে আখ্যায়িত করেন। এটি সহ উচ্চশিক্ষার জন্য বর্তমানে বরিশাল শহরে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, অমৃত লাল দে কলেজ, সরকারি বরিশাল কলেজ, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলেজ, শহীদ এডভোকেট আবদুর রব সেরনিয়াবাত আইন মহাবিদ্যালয়('ল') কলেজ উল্লেখযোগ্য।

বরিশালের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে বিবির পুকুর,বঙ্গবন্ধু উদ্যান(বেলস পার্ক), অশ্বিনী কুমার টাউন হল, বিভাগীয় জাদুঘর,(কালেক্টরেট ভবন), বরিশাল জিলা স্কুল, ব্রজ মোহন কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়,শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়াম, শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, ভাটিখানা জামে জোড় মসজিদ, জামে কসাই মসজিদ, এবায়দুল্লাহ জামে মসজিদ,অক্সফোর্ড মিশন এপিফানী গির্জা,ব্যাপ্টিস্ট মিশন গির্জা,সেইন্ট পিটার চার্চ,বাংলাদেশ ব্যাংক,শঙ্কর মঠ,কীর্তনখোলা নদী,মুক্তিযোদ্ধা পার্ক,বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ত্রিশ গোডাউন পার্ক,বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ,স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি, ওয়াপদা কলোনি,বরিশাল কবি জীবনানন্দ দাশের বাড়ি ও গ্রন্থাগার, পাবলিক স্কয়ার,প্লানেট পার্ক,শহীদ সুকান্ত আবদুল্লাহ শিশু পার্ক, গ্রীণ সিটি পার্ক,পদ্ম পুকুর,স্বাধীনতা পার্ক,শহীদ কাঞ্চন উদ্যান,শহীদ গফুর ও শহীদ শুক্কুর

CamScanner

পার্ক,মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান পার্ক,চারণ কবি মুকুন্দ দাস কালী মন্দির, চৌমাথা লেক,নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল,বরিশাল শিক্ষা বোর্ড উল্লেখযোগ্য।

২.২ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে আমাদের মূল অর্জনসমূহঃ

অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৬.২ কিঃমিঃ নতুন সড়ক নির্মাণ, ৭৭.৫৫ কিঃমিঃ সড়ক সংস্কার, আমানতগঞ্জে বিসিসির পরিবহন ও বিদ্যুৎ শাখার জন্য আলাদা ভবন নির্মান, ২ টি মার্কেট সংস্কার ও সিটি সুপার মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান, ৬ তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ৩টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও বন্টন, ১.১০ কিঃমিঃ রোড ডিভাইডার, ১১.৯৬ কিঃমিঃ ড্রেন কাম ফুটপাত, শহীদ শুকান্ত বাবু শিশু পার্ক, শীতলা খোলা পার্ক, বীরমুক্তিযোদ্ধা শাহান আরা বেগম পার্ক নির্মাণ, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (রোড মার্কিং, স্পিড ব্রেকার, জেব্রাক্রসিং ও রোড সাইন) - ২০ কিঃমিঃ, ৩ টি মসজিদ পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার, ২০০ মিটার বাউন্ডরী ওয়াল নির্মাণ, ২০ কিঃমিঃ ড্রেনের টপস্লাব নির্মাণ, ১টি স্কুল মাঠ সংস্কারসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ, রূপাতলী আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বাস টার্মিনাল সংস্কার ও উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত নির্যাতন কেন্দ্র ও বদ্ধভূমি সংস্কার সহ অত্যাধুনিক 5D সাউন্ড মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা, ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনী কুমার হল সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক একমাত্র ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনকৃত বরিশাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার, চত্বর উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। ১ টি মাদ্রাসা নির্মাণ, ২৫০ মিটার ফুটপাত নির্মাণসহ অন্যান্য নগর উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন শীর্ষক (কে.এফ.ডব্লিউ) প্রকল্পের আওতায় বিআইপি (ত্রিশ গোডাউন) সড়কের প্রশস্তকরনের কাজ সমাপ্তকরণসহ ১.৮৯ কি.মি. নতুন সড়ক নির্মাণ এবং ৪.৫ কি.মি. ড্রেন কাম ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।১ টি মাদ্রাসা নির্মাণ, ২৫০ মিটার ফুটপাত নির্মাণসহ অন্যান্য নগর উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকালীন নিয়মিত বায়ু ও পানির গুনাগুন পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকা-বরিশাল- পটুয়াখালী মহাসড়কের সাগরদী ব্রীজের দুই পার্শ্বে দুইটি বেইলি ব্রীজ স্থাপণ করে প্রশস্তকরণের ফলে ঐ স্থানের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়েছে।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	শুরুতে নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দিনের বেলায় পরিচালনা করা হতো। নগরীর জনগনের কথা মাথায় রেখে পরিচ্ছন্নতার সেবার মান উন্নত করার লক্ষে দিবাকালীন পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে রাত্রিকালীন করা হয়।যার ফলশ্রুতিতে ময়লা সংগ্রহ ও অপসারনের কার্যক্রম রাতের বেলায় সম্পন্ন হওয়ায় দিনের বেলায় নগরবাসীকে কোনরূপ দূর্ভোগ পোহাতে হয় না। পরিচ্ছন্নতার কাজের মান আগের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত ও বেগবান হয় যা নগরবাসীর নিকট প্রশংসিত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ সকল দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারীদের প্রথম দফায় ৭৫০০/- থেকে ৯০০০/- টাকায় এবং২য় দফায় তা ১০০০০/- টাকায় উন্নিত করা হয়েছে। ঝাড়-দারদের মাসিক মজুরী প্রথম দফায় ৩৬০০/- থেকে ৪৫০০/- টাকা এবং ২য় দফায় ৪৫০০/- থেকে ৬০০০/- টাকায় উন্নিত করাসহ শ্রমিকদের ২ টি উৎসব বোনাসসহ বৈশাখী ভাতা ও ইফতার ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সকল শ্রমিকদের নিজ নামের বিপরিতে ব্যাংকে হিসাব নম্বর খোলার ব্যবস্থা গ্রহন ও বেতন ভাতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে সেই সাথে তাদের উন্নতমানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ৬ তলা বিশিষ্ট ৩ টি সেবক কলোনী নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে।পরিচ্ছন্নতা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জ্যাকেট, গামবুট,গ্লাভস্, সাবান ও স্যাভলনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের জন্য শ্রমিকদের কাজের সুবিধার কথা বিবেচনা পূর্বক রেইন কোর্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।ড্রেনগুলো সুবিধাজনক স্থানে পরিষ্কারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত পকেট স্লাব কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।নিজস্ব ব্যাবস্থাপনা ও অর্থায়নে পরিচ্ছন্নতা শাখার কর্মীদের নিয়ে

CamScanner

	সেন্ট্রাল টিম তৈরি করে নগরীর গভীর ড্রেন গুলো পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ফেইসবুকে গ্রুপ আইডির মাধ্যমে প্রতিদিনের কার্যক্রম দেখভাল করা হয় যা বরিশাল নগরীকে স্মার্ট নগরী গড়ার ভূমিকা রাখে। নগরীর বিভিন্ন খালগুলি নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় পরিষ্কারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে যার ফলে একদিকে পানি নিষ্কাশন স্বাভাবিক হওয়া সহ নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকাংশে দুর হয়েছে।
জনস্বাস্থ্য	৫টি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা। বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ,বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাইকিং, এল.ই.ডি মনিটরের মাধ্যমে সচেতনমূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া নগরীর মুমূর্ষু রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য একটি আই.সি.ইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স ও আরেকটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রোগ্রামসমূহে যেমন নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচী, ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, এম.আর ক্যাম্পেইন, কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ সহ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বিসিসি শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। নগরীতে বর্তমানে ১০ হাজার ৪ শত ২৮ জন শিশুকে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা প্রদান সহ একটি নগর মাতৃসদন ও ৪টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়নে হোটেল এবং বিভিন্ন রেস্তোরায় ভেজাল খাদ্যের অভিযানে বিসিসির মোবাইল কোর্ট সদা তৎপর রয়েছে। এছাড়া খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানকে উন্নত রাখতে নগরীর সকল খাদ্যপণ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্যাথলজি ক্লিনিকগুলোকে সেবার গুণগত মান বজায় রক্ষার শর্তে স্যানিটারী লাইসেন্স ও নিবন্ধন এর আওতায় আনা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে জনবল বাড়িয়ে দিন রাত রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে অনলাইন সনদ প্রস্তুত অব্যহত রয়েছে। মহানগরীর ৩০টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাযক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে, দ্রুত সময়ে তা বাস্তবায়ন হবে। কেন্দ্রীয় সার্ভারের ত্রুটিগত সমস্যাকে সামনে রেখেই এ অর্থ বছরে ১৭ হাজার ২ শত ২৭ জনকে নতুন জন্ম সনদ, ৩ হাজার ৩ শত ২৪ জনকে কপির সনদ, ৭ হাজার ৪ শত ৯৮ জনকে তথ্য সংশোধন সনদ এবং ৪ শত ৪৩ জনকে মৃত্যুর সনদ প্রদান করা হয়েছে। সার্ভারের ত্রুটি দুর হলে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

CamScanner

অধ্যায় ৩

ভিশন ও মিশন

৩.১ ভিশন:

উন্নত নাগরিক সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে বরিশাল নগরীকে আধুনিক, টেকসই এবং বাসযোগ্য নগর গড়ে তোলা।

৩.২ মিশনঃ

জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বরিশাল শহরকে জলাবদ্ধতামুক্ত,মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত, শিশুবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, সবুজ-সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট নগরী গড়ে তোলার মাধ্যমে নগরবাসীকে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

- আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০% পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীকে শিশু বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব ও সবুজ সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে গড়ে তোলা ।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রমকে সম্পুর্ণ অটোমেশন এর আওতায় এনে সর্বোচ্চ নাগরীক সেবা প্রদান করা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% সড়ক বাতি নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীতে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে বরিশাল মহানগরীকে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্মার্ট ও গ্রীন সিটি হিসাবে গড়ে তোলা। প্রাচ্যের ভেনিস খ্যাত বরিশাল পুর্নগঠন করা।
- আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মানের মাধ্যমে বরিশাল মহানগরীর জলাবদ্ধতা দুর করা।

CamScanner

অধ্যায় ৪: সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ

৪.১ বিভাগ ও জনবলঃ

বিভাগ	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চুক্তিভিত্তিক জনবলেরসংখ্যা				
	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	চুক্তিভিত্তিক
প্রধাননির্বাহীকর্মকর্তার দপ্তর	০১ জন (প্রেষন)	--------	০১	০১	
সচিবের দপ্তর	০১ জন (প্রেষন)	--------	০১	০২	
ম্যাজিষ্ট্রেসিবিভাগ	০১ জন (প্রেষন)	--------	০১	০১	
রাজস্ব বিভাগ	০১	---------	----------	--------	
প্রকৌশলবিভাগ	০৫	০৬	১৮	১০	০৩
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	০২	----------	০৭	০২	
পানিসরবরাহবিভাগ	০১	০৩	৬১	০৯	
হিসাববিভাগ	০১	০২	০৮	০৩	০১
পরিচ্ছন্নতাবিভাগ	০১	০২	০৫	২২	
প্রশাসনিকশাখা	------	০২	৪৭	১২	০৮
সম্পত্তিশাখা	-------	----------	০৬	০১	০৩
জনসংযোগশাখা	-------	০১	---------	-------	
কেন্দ্রীয়ভান্ডারশাখা	--------	----------	০৪	০১	
বাণিজ্য শাখা	--------	----------	০৬	০১	
যানবাহনলাইসেন্সশাখা	--------	----------	০৪	-------	
বাজার ও স্টল শাখা	-------	----------	০৯	০১	
কর ধার্য্য শাখা	--------	----------	১৬	০২	
কর আদায়শাখা	--------	০১	২২	০৫	
পরিবহনশাখা	০১	০২	৩১	০১	
বৈদ্যুতিকশাখা	---------	০২	০৮	০৬	
প্লানিং সেল	----------	---------	০৩	--------	০২
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	০২	----------	০৭	০২	
ফ্যামিলিপ্লানিং ও ই.পি.আইশাখা	---------	----------	২৩	০২	
কশাইখানা	০১	---------	০২	---------	
অবৈধ উচ্ছেদশাখা	---------	--------	০৫	-------	
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনশাখা	--------	---------	০৩	-------	
মোট	১৮	২২	২৯৮	৮৪	১৭

- সর্বমোটকর্মরত স্থায়ীজনবলের সংখ্যা-৪২২ জন ও চুক্তিভিত্তিক জনবল-১৭ জন।

CamScanner

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, বরিশাল।
মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের নামের তালিকা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বর নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল/টেলিফোন
১	সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্	মাননীয় মেয়র বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।	মোবাঃ টেলিফোনঃ ৬৪৪৬৬, ৬৫০০০ (অফিস) ৬৩৩৩৩ (বাসা)
		সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসনঃ	
১	জনাব মিনু রহমান	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১, ওয়ার্ড ঃ ১, ২, ৩	০১৭২০-২০১৬৪৯
২	জনাব জাহানারা বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-২, ওয়ার্ড ঃ ৪, ৫, ৬	০১৭১১-৯৬১০৯৪
৩	জনাব কোহিনুর বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৩, ওয়ার্ড ঃ ৭, ৮, ৯	০১৭১৮-৬৯৩৪৮২
৪	জনাব আয়শা তৌহিদ লুনা	সম্মানিত প্যানেল মেয়র-৩ ও কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৪, ওয়ার্ড ঃ ১০, ১১, ১২	০১৭১১-০৩০৯০১
৫	জনাব ইসরাত জাহান	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৫, ওয়ার্ড ঃ ১৩, ১৪, ১৫	০১৭৩৪-৬৩০০০৮
৬	জনাব গায়েত্রী সরকার	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৬, ওয়ার্ড ঃ ১৬, ১৭, ১৮	০১৭৩২-৫৪৩০৪৪
৭	জনাব সালমা আক্তার শিলা	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৭,ওয়ার্ড ঃ ১৯, ২০, ২১	০১৭১২-১৩০১০৭
৮	জনাব রেশমী বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৮, ওয়ার্ড ঃ ২২, ২৩, ২৭	০১৭১০-৬৬৬৯৫১
৯	জনাব সেলিনা বেগম	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৯, ওয়ার্ড ঃ ২৪, ২৫, ২৬	০১৭৩১-৯৮৭৮৮৯
১০	জনাব রাশিদা পারভীন	কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১০, ওয়ার্ড ঃ ২৮, ২৯, ৩০	০১৭১২-৯৯৩৩৩৮
		সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ আসনঃ	
১	জনাব মোঃ আমির হোসেন বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১	০১৭৮১-৯৬২০৫০
২	জনাব এডভোকেট এ,কে,এম, মুরতজা আবেদীন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২	০১৭১১-৩৩০৫৩৯
৩	জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান ফারুক	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩	০১৭২৭-২২৩৬৫২
৪	জনাব তৌহিদুল ইসলাম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৪	০১৭১১-৩৪১৯৬৬
৫	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৫	০১৭১৭-৫০৩০৫৬
৬	জনাব খান মোহাম্মদ জামাল হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৬	০১৭১১-২৮৮৭৪৮
৭	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	সম্মানিত প্যানেল মেয়র-২ ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৭	০১৭১১-৩৩৯৯৫৪
৮	জনাব মোঃ সেলিম হাওলাদার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৮	০১৭১১-৩৫৭২৯০
৯	জনাব মোঃ হারুন অর রসিদ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৯	০১৭১১-৫৮৫২৯০
১০	জনাব এ,টি,এম, শহিদুল্লাহ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১০	০১৭১১-৪৫৬৬৯৫
১১	জনাব মজিবর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১১	০১৭১৫-৯৫১৬২১
১২	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১২	০১৭১১-৩৩৬৯৯১
১৩	জনাব মোঃ মেহেদী পারভেজ খান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৩	০১৭৭৯-৬৮৮৩৩৬
১৪	জনাব তৌহিদুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৪	০১৭১৭-৭৮৮৬৬৯
১৫	জনাব লিয়াকত হোসেন খাঁন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৫	০১৭১১-৩৩৮৬৬৭
১৬	জনাব মোঃ মোশারেফ আলী খান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৬	০১৬৭৪-৪৯১৩১৯
১৭	জনাব মোঃ আকতার উজ্জামান গাজী (হিরু)	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৭	০১৭১১-৩৪০০৬৫
১৮	জনাব মীর এ,কে,এম, জাহিদুল কবীর	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৮	০১৭১১-৩৫৭৮৩০
১৯	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু	সম্মানিত প্যানেল মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ১৯	০১৭১২-৭৫৭৯৪২
২০	জনাব জিয়াউর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২০	০১৭১৮-৮৫২০৪২
২১	শেখ সাঈদ আহমেদ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২১	০১৯১৯-৭০০৩৪৪
২২	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২২	০১৭১১-১৩৮২৯৬
২৩	জনাব এনামুল হক বাহার	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৩	০১৭১১-৯৮৪২৯২
২৪	জনাব শরীফ মোঃ আনিছুর রহমান (আনিছ শরীফ)	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৪	০১৭১১-১৫৯০১৮
২৫	জনাব এম, সাইদুর রহমান জাকির	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৫	০১৭১৫-৮৬২৬৬১
২৬	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৬	০১৭১১-৩৬৮২১২
২৭	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৭	০১৭১৬-৩৪৪৬৫৩
২৮	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৮	০১৭১১-৩৬১৬৪১
২৯	জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ২৯	০১৭২১-৫৩৬৭৭০
৩০	জনাব আজাদ হোসেন মোল্লা কালাম	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং- ৩০	০১৭১১-৩৪৪৬৭৫

CamScanner

অধ্যায় ৫ : বাজেট ও অর্থ

৫.১ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরনি

১ প্রাপ্তি/ আয়

খাত	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত ২০২১-২০২২ (জুলাই-২১-মে-২২)	প্রকৃত ২০২০-২০২১
প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৪১,২৫৮,৬১৯	৩৬৯,৫৩৩,৯৫৪	৩৬৯,৫৩৩,৯৫৪	২৬৩,০৪৬,৩৯৬
আয়ঃ-				
রাজস্ব আয়	১,১৩৩,৬০৯,৭৭৪	৮০২,৮৭৮,৪৩৪	৭৪৪,০২০,৩৩১	৭৫৯,৪৩১,৫৪৭
সরকারি অনুদান (রাজস্ব)	১১৫,৫০০,০০০	৫৩,৫০০,০০০	৪৪,৯৬৯,০৪১	৩১,১৬৩,৬৬০
সরকারি অনুদান (উন্নয়ণ)	২১০,০০০,০০০	৭১,০০০,০০০	৫৮,২৯৯,৭৭১	৮৯,৯৫০,০০০
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প- *"পরিশিষ্ট-ক"*	২,৩৮৮,৭১৬,৯৭৯	১,৬৬৭,৮৪২,১৭২	২৫,৫৪৩,৪৮৫	৭৬,০২৮,৩৪৬
সর্বমোট আয়ঃ-	৩,৮৪৭,৮২৬,৭৫৩	২,৫৯৫,২২০,৬০৬	৮৭২,৮৩২,৬২৮	৯৫৬,৫৭৩,৫৫৩
প্রারম্ভিক স্থিতিসহ সর্বমোট আয়ঃ-	৪,১৮৯,০৮৫,৩৭২	২,৯৬৪,৭৫৪,৫৬০	১,২৪২,৩৬৬,৫৮২	১,২১৯,৬১৯,৯৪৯

২ পরিশোধঃ ব্যয়

রাজস্ব ব্যয়ঃ-	৬৮৩,২৮৫,৬৯৮	৪৭৪,৪১৭,৫৭৯	৪২২,৭২৮,৫৩১	৪২৪,০৬৯,৫২০
উন্নয়ন ব্যয়ঃ-				
নিজস্ব অর্থায়নে	৬০৯,৯০০,০০০	৪০৮,৪০০,২০৭	৩৭৭,৩৩৯,৬১৯	২৩৩,৩০৪,২৫০
সরকারি থোক ও বিশেষ থোক	৩৫৫,৬০০,০০০	৭২,৫৫০,৯৮১	৫৪,৫৩৮,৪৭৭	১৪০,০৬৬,১০৭
সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প- *"পরিশিষ্ট-ক"*	২,৩৮৮,৭১৬,৯৭৯	১,৬৬৭,৮৪২,১৭২	১২৮,৯০২,৯০৮	৫২,৬৪৬,১১৮
মোট উন্নয়ন ব্যয়ঃ-	৩,৩৫৪,২১৬,৯৭৯	২,১৪৮,৭৯৩,৩৬০	৫৬০,৭৮১,০০৪	৪২৬,০১৬,৪৭৫
সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ণ ব্যয়ঃ-	৪,০৩৭,৫০২,৬৭৭	২,৬২৩,২১০,৯৩৯	৯৮৩,৫০৯,৫৩৫	৮৫০,০৮৫,৯৯৫
সমাপনী স্থিতি	১৫১,৫৮২,৬৯৫	৩৪১,২৫৮,৬১৯	২৫৮,৮৫৭,০৪৭	৩৬৯,৫৩৩,৯৫৪
সমাপনী স্থিতিসহ সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ণ ব্যয়ঃ-	৪,১৮৯,০৮৫,৩৭২	২,৯৬৪,৪৬৯,৫৫৮	১,২৪২,৩৬৬,৫৮২	১,২১৯,৬১৯,৯৪৯

৫।২ রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স

CamScanner

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	প্রকৃত আয় ২০২১-২০২২ (জুলাই-২১-মে-২২)	প্রকৃত আয় ২০২০-২০২১
০১	কর (হোল্ডিং, পরিচ্ছন্নতা, লাইটিং ও পানি)	৫৫০,০০০,০০০	৩৩৯,১৩৯,০৩৫	৩১০,৮৭৭,৪৪৯	৩১১,৭৩৯,৪৮০
০২	হোল্ডিং ট্যাক্স এর নাম পরিবর্তন ফি	১৯০,০০০	১৩৫,২৭৩	১২৪,০০০	১৮৯,০০০
০৩	কর (মোবাইল টাওয়ার)	২,২৪৬,৩০৪	৪,৬১৬,৭৩৮	৪,২৩২,০১০	৩,৪৩৫,৩৯৬
০৪	প্রমোদ কর	৫০,০০০	১০,০০০	-	৭,৩২১

(২) ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্র্যাক্স আদায়

(ইউনিট : টাকা হাজারে)

ওয়ার্ড নং	অর্থবছর ২০২১/২০২২	অর্থবছর-২০২২-২০২৩				অর্থবছর ২০২২-২৩ এর শেষে বকেয়া (গ-ক)
	প্রকৃত	বাজেট(খ)	চাহিদা(গ)	প্রকৃত(ক)	দক্ষতা ক/খ × ১০০(%)	
ওয়ার্ড নং-০১	৩,৭৬৩	৫,৭৯৭	৬,৮৫১	৩,১১১	৫৪	৩,৭৪০
ওয়ার্ড নং-০২	৪,২৩৭	৪,৭৪৭	৫,৬০৯	৩,৮৬৭	৮১	১,৭৪২
ওয়ার্ড নং-০৩	১,৫৮৯	৬,৯৫১	৮,২১৪	১,৪৯১	২১	৬,৭২৩
ওয়ার্ড নং-০৪	৪,০৩৪	৫,৪৪৫	৬,৪৩৪	৩,৭৬৭	৬৯	২,৬৬৭
ওয়ার্ড নং-০৫	২,০৮৩	৫,৪৪৫	৬,৪৩৪	১,৬৪৯	৩০	৪,৭৮৫
ওয়ার্ড নং-০৬	৬,৫০২	৭,০৯০	৮,৩৭৮	৪,৩১০	৬১	৪,০৬৮

CamScanner

ওয়ার্ড নং-০৭	২,৭৫১	৩,২৭৬	৩,৮৭২	২,৫৮০	৭৯	১,২৯২
ওয়ার্ড নং-০৮	২,৭১৮	৩,৩৭৪	৩,৯৮৭	২,৭২৮	৮১	১,২৫৯
ওয়ার্ড নং-০৯	৬,৩৭৮	৮,৯৪৬	১০,৫৭৩	৫,৭০৪	৬৪	৪,৮৬৯
ওয়ার্ড নং-১০	৩,৬৪৬	৬,০৭৪	৭,১৭৮	৩,০৭৮	৫১	৪,১০০
ওয়ার্ড নং-১১	৩,৬৬৩	৫,৮১৮	৬,৮৭৬	৩,১৯০	৫৫	৩,৬৮৬
ওয়ার্ড নং-১২	২,৫১৯	৩,৫১২	৪,১৫১	২,৪৭০	৭০	১,৬৮১
ওয়ার্ড নং-১৩	৪,০০২	৪,৮২২	৫,৬৯৯	৩,৯১৮	৮১	১,৭৮১
ওয়ার্ড নং-১৪	৫,৬০৪	৭,০১২	৮,২৮৭	৪,৮৩৬	৬৯	৩,৪৫১
ওয়ার্ড নং-১৫	৮,৩৫৮	১১,০০৮	১৩,০০৯	৭,৯৪৯	৭২	৫,০৬০
ওয়ার্ড নং-১৬	৫,৮০০	৬,৯০৪	৮,১৫৯	৫,৩৫৭	৭৮	২,৮০২
ওয়ার্ড নং-১৭	৭,৮৪২	৯,১৮২	১০,৮৫১	৭,৪৯৪	৮২	৩,৩৫৭
ওয়ার্ড নং-১৮	৫,২৬১	৬,৩৭৮	৭,৫৩৮	৪,৭৫৮	৭৫	২,৭৮০
ওয়ার্ড নং-১৯	৫,৪৩৬	৯,০৩৮	১০,৬৮১	৫,৬৭৩	৬৩	৫,০০৮
ওয়ার্ড নং-২০	৮,০২৭	১১,২৯৪	১৩,৩৪৭	৭,৩০১	৬৫	৬,০৪৬
ওয়ার্ড নং-২১	৫,১৮০	৭,৫২২	৮,৮৯০	৪,৬৮৪	৬২	৪,২০৬
ওয়ার্ড নং-২২	৫,৭১০	৮,৬২৭	১০,১৯৬	৫,৮৫৪	৬৮	৪,৩৪২
ওয়ার্ড নং-২৩	৫,৬৩১	৭,৯৪৮	৯,৩৯৩	৪,৮২১	৬১	৪,৫৭২
ওয়ার্ড নং-২৪	৫,৯০৫	১১,০৬০	১৩,০৭১	৫,১৭৪	৪৭	৭,৮৯৭
ওয়ার্ড নং-২৫	২৪,১২১	২৩,৫৯৪	২৭,৮৮৪	২২,৯৬৫	৯৭	৪,৯১৯
ওয়ার্ড নং-২৬	১,৩৮১	৫,৯১০	৬,৯৮৫	২,২৭৪	৩৮	৪,৭১১
ওয়ার্ড নং-	৬৮৩			৫২৭		

CamScanner

ওয়ার্ড নং-০৭	২,৭৫১	৩,২৭৬	৩,৮৭২	২,৫৮০	৭৯	১,২৯২
ওয়ার্ড নং-০৮	২,৭১৮	৩,৩৭৪	৩,৯৮৭	২,৭২৮	৮১	১,২৫৯
ওয়ার্ড নং-০৯	৬,৩৭৮	৮,৯৪৬	১০,৫৭৩	৫,৭০৪	৬৪	৪,৮৬৯
ওয়ার্ড নং-১০	৩,৬৪৬	৬,০৭৪	৭,১৭৮	৩,০৭৮	৫১	৪,১০০
ওয়ার্ড নং-১১	৩,৬৬৩	৫,৮১৮	৬,৮৭৬	৩,১৯০	৫৫	৩,৬৮৬
ওয়ার্ড নং-১২	২,৫১৯	৩,৫১২	৪,১৫১	২,৪৭০	৭০	১,৬৮১
ওয়ার্ড নং-১৩	৪,০০২	৪,৮২২	৫,৬৯৯	৩,৯১৮	৮১	১,৭৮১
ওয়ার্ড নং-১৪	৫,৬০৪	৭,০১২	৮,২৮৭	৪,৮৩৬	৬৯	৩,৪৫১
ওয়ার্ড নং-১৫	৮,৩৫৮	১১,০০৮	১৩,০০৯	৭,৯৪৯	৭২	৫,০৬০
ওয়ার্ড নং-১৬	৫,৮০০	৬,৯০৪	৮,১৫৯	৫,৩৫৭	৭৮	২,৮০২
ওয়ার্ড নং-১৭	৭,৮৪২	৯,১৮২	১০,৮৫১	৭,৪৯৪	৮২	৩,৩৫৭
ওয়ার্ড নং-১৮	৫,২৬১	৬,৩৭৮	৭,৫৩৮	৪,৭৫৮	৭৫	২,৭৮০
ওয়ার্ড নং-১৯	৫,৪৩৬	৯,০৩৮	১০,৬৮১	৫,৬৭৩	৬৩	৫,০০৮
ওয়ার্ড নং-২০	৮,০২৭	১১,২৯৪	১৩,৩৪৭	৭,৩০১	৬৫	৬,০৪৬
ওয়ার্ড নং-২১	৫,১৮০	৭,৫২২	৮,৮৯০	৪,৬৮৪	৬২	৪,২০৬
ওয়ার্ড নং-২২	৫,৭১০	৮,৬২৭	১০,১৯৬	৫,৮৫৪	৬৮	৪,৩৪২
ওয়ার্ড নং-২৩	৫,৬৩১	৭,৯৪৮	৯,৩৯৩	৪,৮২১	৬১	৪,৫৭২
ওয়ার্ড নং-২৪	৫,৯০৫	১১,০৬০	১৩,০৭১	৫,১৭৪	৪৭	৭,৮৯৭
ওয়ার্ড নং-২৫	২৪,১২১	২৩,৫৯৪	২৭,৮৮৪	২২,৯৬৫	৯৭	৪,৯১৯
ওয়ার্ড নং-২৬	১,৩৮১	৫,৯১০	৬,৯৮৫	২,২৭৪	৩৮	৪,৭১১
ওয়ার্ড নং-	৬৮৩			৫২৭		

CamScanner

২৭		১,১১৫	১,৩১৮		৪৭	৭৯১
ওয়ার্ড নং-২৮	৩,৫৪৫	৫,০৫৮	৫,৯৭৮	২,৪৯১	৪৯	৩,৪৮৭
ওয়ার্ড নং-২৯	৬,৭২৭	৮,২৫৩	৯,৭৫৪	৬,১৭৩	৭৫	৩,৫৮১
ওয়ার্ড নং-৩০	৫৫৫	১,৬১৮	১,৯১২	৫৩৯	৩৩	১,৩৭৩
সরকারি	১৯০,৭৫৮	৩৩৭,১৮২	৩৯৮,৪৮৮	১৯৩,৭৪৪	৫৭	২০৪,৭৪৪
মোট	৩৪৪,৪০৯	৫৫০,০০০	৬৪৯,৯৯৫	৩৩৪,৪৭৭	৬১	৩১৫,৫১৮

(৩) সময় মতো হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

০১	অগ্রিম ট্যাক্স প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদন করা।
০২	সময়মত গ্রাহক পর্যায়ে হোল্ডিং বিল পৌছে দেওয়া হয়।
০৩	বকেয়া আদায়ের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়।
০৪	বড় বড় খেলাপীদের মৌখিভাবে বার বার তাগাদা দেওয়া হয়।
০৫	গণশুনানির আয়োজন করা।

(৪) নিজস্ব রাজস্ব আয়ের অন্যান্য উৎসঃ

ক্রমিক	খাতের নাম	টাকার পরিমান
০১	কর(হোল্ডিং,পরিচ্ছন্নতা,লাইটিং ও পানি)	
০২	সম্পত্তি হস্তান্তর কর	১৬০,৬৭৩,১১৬.৩০
০৩	জমি ব্যবহারের ছাড়পত্র ফি	১৩,০৭১,৫৬৪.০০
০৪	ট্রেড লাইসেন্স ফি	৪৪,০৭৬,৬৮৫.০০
০৫	প্লান ফি বাবদ আদায়	৫৫,৯০২,৭৮২.০০
০৬	বিজ্ঞাপণ ও সাইনবোর্ড ফি	৬,৭৩২,৮৪৬.০০
০৭	যানবাহন লাইসেন্স ফি	৭,৩৯৯,৩০৬.০০
০৮	নগর শুল্ক	১৪,২৮৬,০০০.০০
০৯	পানির বিল বাবদ আদায়	১০০,৩৮৩,৭১৩.০০
১০	প্রিমিসেস স্যানেটারী লাইসেন্স	১,৩৪৯,৬৬০.০০

CamScanner

১১	বিভিন্ন ফরম বিক্রি	১,৮১৬,০০০.০০
১২	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও নবায়ন	৩,২৫৪,৫০০.০০
১৩	অনাপত্তি ও নামপত্তন ফি বাবদ	৯২৯,১১১.০০
১৪	স্টল ভাড়া	২১,৩৫৫,৬১৭.০০
১৫	স্টলের সেলামী	৫,৫০৫,৫৬৩.০০
১৬	ইজারা বাবদ আয়	৯,৫৪১,৬১০.০০
১৭	রাস্তা কর্তনের ক্ষতিপূরণ	৪,০৩৪,১৪৭.০০
১৮	মেশিনারিজ ভাড়া বাবদ আয়	২১,৫০০.০০
১৯	ব্যাংকের প্রাপ্ত সুদ	৪০২,০১১,০০
২০	বিবিধ আয়	৩৫,৩৩৯,৭৪০.৩৮

(৫) নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করার জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

ট্রেড লাইসেন্স	০১. মাঠ জরিপ করানো হয়েছে। ০২.টিম আকারে মাঠ পর্যায়ে তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ০৩.বকেয়া আদায়ে তাগেদা করা হচ্ছে। ০৪. ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের নতুন ট্রেড লাইসেন্স করানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ০৫.মাঝে মাঝে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ০৬.সকল প্রকার জটিলতা পরিহার করা হচ্ছে। ০৭. মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ০৮.সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সহকারী ওয়ার্ডে নতুন ট্রেড লাইসেন্স ও নবায়ন করনে সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছেন। ০৯.ট্রেড লাইসেন্স সেবা অতিদ্রুত করা হয়েছে যাতে গ্রাহক ভোগান্তি কমে। ১০. দক্ষ জনবল দ্বারা শাখা সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে।
বিজ্ঞাপন	বিলবোর্ডের সঠিক সংখ্যা ও পরিমান নির্ণয় এবং সঠিকভাবে শহরকে নিয়মিত তদারকি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
বাজার ও স্টল শাখা	নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য মার্কেট ভিত্তিক আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। যে সকল মার্কেটের নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল সেগুরোর কাজ দ্রুত সমাপ্ত করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
রোড রোলার,মিক্সিং প্লান ও ডাম্প ট্রাক ভাড়া বাবদ আয়	০১. রোড রোলার, মিক্সিং প্লান্ট,ডাম্প ট্রাক ও এক্সকাভেটর ভাড়া ০২.গ্যারেজ আধুনিকীকরণ এর মাধ্যমে পার্কিং,গাড়ী ধৌতকরণ করে আয় বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।
যানবাহন লাইসেন্স	০১. ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক (থ্রি হুইলার) ও রিক্সাকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ সহ যানবাহন নিবন্ধন। ০২.চালক বা ড্রাইভারের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রশিক্ষন।

CamScanner

	০৩.চালকদের ড্রেসকোড নির্ধারণ। ০৪. চার্জিং স্টেশন কারেন্ট স্থাপন। ০৫.পার্কিং জোন নির্দিষ্টকরণ সহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৬.
পানি সরবরাহ বিভাগের আদায়	০১. টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহককে বকেয়া বিল পরিশোধে উৎসাহ দেয়ায় পানির বিল পরিশোধ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। দৈনিক পানি উত্তোলন ক্ষমতা ২ কোটি ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার লিটার থেকে উন্নিত করে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫ শত লিটার করা হয়েছে। পানির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ পাইপ লাইন ২৮৯ কিঃমিঃ থেকে ২৯৬ কিঃমিঃ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে । নগরীর কাশিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, কাশিপুর নবজাগরনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেরে-ই-বাংলা স্কুল কাউনিয়া হাউজিং সংলগ্ন পলাশপুর পুরাতন পাম্প এবং ২৬ নং ওয়ার্ডে বোর্ড অফিস সংলগ্ন স্থানে ৫ টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৪টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপনে কাজ চলমান রয়েছে। নতুন ৫ টি সহ মোট ৩৭ টি পাম্পে ফ্লোমিটার স্থাপন করে পানির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা হচ্ছে। তাছাড়া ১০টি পুরাতন সাবমারসিবল পাম্প মেরামত করা হয়েছে এবং ১২ টি নতুন সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নগরীর বিভিন্ন কলোনীতে ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০ টি গভীর নলকুপসহ মিনি ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১২০ টি পি.ভি.সি ট্যাংকসহ গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ সংযোগ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ও জরিমানার ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে । বিভিন্ন সমাজকল্যান মূলক কার্যক্রমে চাহিদা মোতাবেক ভ্রাম্যমান পানির ট্যাংক দিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এলাকা যেমন কলোনীসমূহে ভ্রাম্যমান পানির ট্যাংক দিয়ে চাহিদা মোতাবেক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। করোনা প্রার্দূভাব রোধে নগরীর বিভিন্ন সড়কে জীবানুনাশক স্প্রে করণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। নিরবিঘ্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের জন্য গ্রাহকরা নিয়মিত পানির বিল বকেয়াসহ পরিশোধ করায় সেবা মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পানি শাখার রাজস্ব আয় গত বছরের তুলনায় ১৪.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্লান শাখা	বরিশার সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জমির কলমী নকশা প্রদান।

অধ্যায় ৬ : আবকাঠামোগত উন্নয়ন

৬.১ প্রতিবেদনের ও পূর্ববর্তী বছরের উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামতসংক্রান্ত কার্যক্রম

(১) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং উল্লেখযোগ্য মেরামতসংক্রান্ত কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	কাজের নাম	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)

CamScanner

১	১/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	০১নং ওয়ার্ডস্থ বাঁশের হাট থেকে টেক্সটাইল বটতলা পর্যন্ত বিসিক সড়ক বিসি দ্বারা পুনঃনির্মান কাজ।	১.৫
২	১৩/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	০৭নং ওয়ার্ডস্থ ভাটিখানা বাজার হতে কাউন্সিলর অফিস হয়ে পিছনের স্কুল পর্যন্ত রাস্তা বিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	০.৬
৩	২৩/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	২০নং ওয়ার্ডস্থ গ্যারাকুলাস সড়ক সিসি দ্বারা নির্মান কাজ।	০.৫
৪	৪০/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	২৭নং ওয়ার্ডস্থ রশিদ চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে মানিক মোলার বাড়ী পর্যন্ড় সিসি দ্বারা সড়ক নির্মান কাজ।	০.৪
৫	০২/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	০৩নং ওয়ার্ডস্থ আমিরগঞ্জ সড়ক বিসি দ্বারা পূনঃনির্মান কাজ।	৩.৫
৬	০৯/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	১৩নং ওয়ার্ডস্থ সিএন্ডবি সড়ক হতে পানির ট্যাংক পর্যন্ত এবং সাগরদী ব্রীজ সংলগ্ন সিকদার পাড়া সড়কের অবশিষ্ট অংশ বিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	০.৪
৭	১৬/১৭ বিসিসি/ইডি/৪৬৯/২৩ তারিখ: ২৩/০২/২৩	২৮নং ওয়ার্ডস্থ ফিশারী রোড প্রধান সড়ক ও বাইলেন বিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	০.৪
৮	১৬/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	২৪নং ওয়ার্ডস্থ সাগরদী ব্রীজ সংলগ্ন পিটিআই মোড় থেকে ধানগবেষনা সড়ক ও মুক্তিযোদ্ধা সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	২.০
৯	০৯/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	০৫নং ওয়ার্ডস্থ পলাশপুর ৪নং, ৭নং এবং ০৮নং গুচ্ছগ্রাম সিসি রোড নির্মান কাজ।	১.৫
১০	২১/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	১১ নং ওয়ার্ডস্থ ব্যাপটিষ্ট মিশন রোড বিসি দ্বারা উন্নয়ন ও আরসিসি ড্রেন এক্সটেনশন কাজ।	১.১
১১	১২/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	১৭নং ওয়ার্ডস্থ আগরপুর রোড বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.৩
১২	০২/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	০১নং ওয়ার্ডস্থ লাকুটিয়া সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	২.৭
১৩	০৬/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	১০নং ওয়ার্ডস্থ রাজা বাহাদুর সড়ক থেকে চাঁদমারী বান্দ রোড পর্যন্ত বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.১
১৪	১১/১৯ বিসিসি/ইডি/২৩২/২১ তারিখ: ২০/১২/২২	১৫ ও ১৮নং ওয়ার্ডস্থ বটতলা থেকে হাতেম আলী কলেজ চৌমাথা (এম এ জলিল সড়ক) বিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	২.৮
১৫	২২/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	১৭নং ওয়ার্ডস্থ রাখাল বাবুর পুকুর পাড় সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.৩৫

CamScanner

১৬	২৫/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	১৯নং ওয়ার্ডস্থ কালীবাড়ী সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.৬
১৭	২৬/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	২০নং ওয়ার্ডস্থ বৈদ্যপাড়া প্রধান সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.৫
১৮	২৭/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	২০নং ওয়ার্ডস্থ মধুমিয়ার পুল সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.২৫
১৯	২৮/৩৪ বিসিসি/ইডি/২৭৬/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	২০নং ওয়ার্ডস্থ কলেজ এভিনিউ প্রধান সড়ক বিসি দ্বারা মেরামত করন কাজ।	০.৬
২০	১৬/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	১০নং ওয়ার্ডস্থ বহুমুখী সিটি হকার্স মার্কেটে আরসিসি ড্রেনসহ সিসি রোড ও ইলেকট্রিক পোষ্ট নির্মান কাজ।	০.৪
২১	১৮/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	১৩নং ওয়ার্ডস্থ সিকদারপাড়া আরসিসি ড্রেন নির্মানসহ সিসি এবং বিসি দ্বারা রোড রিপেয়ারিং কাজ।	০.২
২২	১৯/৪৪ বিসিসি/ইডি/৪০/২২ তারিখ: ২৮/০৮/২২	১৫নং ও ১৮নং ওয়ার্ডস্থ বিভিন্ন সড়ক বিসি ও সিসি দ্বারা নির্মানসহ আরসিসি ড্রেন নির্মান। (ক) ১৮নং ওয়ার্ডস্থ চৌধুরী বাড়ী সড়ক ও আদম আলী হাজী সড়কের ড্রেনের অবশিষ্ট অংশের কাজ। (খ) ১৫নং ওয়ার্ডস্থ সিকদার বাড়ী লেনে আরসিসি ড্রেনসহ সিসি রোড নির্মান। (গ) ১৫নং ওয়ার্ডস্থ লেতু চৌধুরী সড়কে আরসিসি ড্রেনসহ সিসি রোড নির্মান কাজ।	০.৩
২৩	৪১/৫৯ বিসিসি/ইডি/২৭৫/২৩ তারিখ: ১২/০১/২৩	২০নং ওয়ার্ডস্থ কলেজ এভিনিউ ৩য় গলি সিসি রোডসহ আরসিসি ড্রেন নির্মান কাজ।	০.৩

CamScanner

৬.২ ক্রমপুঞ্জীভূত উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্জনসমূহ

নোট: নীচের সারণিতে সরাসরি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত/বাস্তবায়িত অবকাঠামো এবং অন্যান্য প্রদেয় সেবামূলক কার্যক্রম দেখানো হয়েছে।

	অর্থবছর ২০২১/২২ শেষে মোট অর্জন	অর্থবছর ২০২২/২৩ শেষে মোট অর্জন	আগের বছর থেকে বৃদ্ধি পরিবর্তন
মোট রাস্তা	৪৮২.৮৩৯ কিঃ মিঃ	৪৯২.৮৩৯ কিঃ মিঃ	১০ কিঃ মিঃ
বিসি (বিটুমিনাস কার্পেটিং)	৩৩১.০০৫৫ কিঃ মিঃ	৩৪৯.৪০৬ কিঃ মিঃ	১৮.৪ কিঃ মিঃ
সিসি(সিমেন্ট কনক্রিট)	১০০.৬৪৬২ কিঃ মিঃ	১০১.৬৪৬ কিঃ মিঃ	১ কিঃ মিঃ
আরসিসি(রড-সিমেন্ট-কনক্রিট)	৩১.১৮৭১ কিঃ মিঃ	৩১.৭৮৭১ কিঃ মিঃ	০.৬ কিঃ মিঃ
নর্দমা-মোট	১৫০.৩০৭ কিঃ মিঃ	১৫৫.৩০৭ কিঃ মিঃ	৫ কিঃ মিঃ
ব্রিক	৯.০৫৭২ কিঃ মিঃ	৯.০৫৭২ কিঃ মিঃ	০ কিঃ মিঃ
আরসিসি	১৪০.৫৮৯ কিঃ মিঃ	১৪৫.৫৮৯ কিঃ মিঃ	৫ কিঃ মিঃ
কাঁচা	০.৬৬১ কিঃ মিঃ	০.৬৬১ কিঃ মিঃ	০ কিঃ মিঃ
খাল	-	-	-
সেতু			
মোট সংখ্যা	৫৫ টি	৫৫ টি	০টি
মোট দৈর্ঘ্য	কি. মি.	কি. মি.	কি. মি.
কালভার্টস			
মোট সংখ্যা	১৬৬ টি	১৬৭ টি	১ টি
সড়ক বাতি			
সড়ক বাতির পুলের সংখ্যা	১৬,৪৪৩ টি	১৬,৪৫৩ টি	১০ টি
সাধারণের বাজার	১০ টি	১০ টি	-
বাজার সংখ্যা	১০ টি	১০ টি	-
মেঝের জায়গা/আয়তন			
উদ্যান			
মোট সংখ্যা			
মোট এলাকা			
কমিউনিটি সেন্টার			
মোট সংখ্যা			
গণশৌচাগার			
মোাট সংখ্যা	১০ টি	১১ টি	১ টি
জেন্ডার পৃথকীকরণ গণশৌচাগারের সংখ্যা	১০ টি	১১	১টি
পানি সরবরাহ			
সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সংযুক্ত পরিবার/ভবনের সংখ্যা	৩০২৭১ টি	৩১৬৬২ টি	১৩৫১ টি

৭ : অবকাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ

৭.১ সচিবের দপ্তর

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

CamScanner

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	বাজারের জায়গা ইজারাদান
যানজট নিয়ন্ত্রণ	প্রধান প্রধান রাস্তা এবং বাজারের জায়গাগুলিতে ট্রাফিক কর্মীদের নিযুক্ত করা
নাগরিক তথ্যসেবা কেন্দ্র (সিআইএসসি)	-নাগরিকদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা সরবরাহ করা -অভিযোগ গ্রহণ
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার	-সাংস্কৃতিক,ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা -বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক,ক্রীড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের স্পনসর করা।

(২) অর্জনের সূচকসমূহ

সেবা সমূহ	সূচক এবং অর্জন		
	সূচক	অর্থবছর ২০২০/২১	অর্থবছর ২০২১/২২
সাধারণের বাজার	সাধারণের বাজারে খালি জায়গার পরিমান	%	%
যানজট নিয়ন্ত্রণ	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সংস্কৃতি ও খেলাধুলা বিষয়ক	অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মসূচিন সংখ্যা	-	১ টি
	অনুষ্ঠিত স্পন্সরকৃত সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সংখ্যা	-	-
অনধিকার প্রবেশ	সাধারণের জায়গা থেকে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান সরিয়ে নেয়ার সংখ্যা	-	২০০ টি

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.

২.

৭.২ রাজস্ব বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ফরম বিক্রি ২৫৭৬ টি ৫,১৪,৫৫০ টাকা এবং নতুন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ১৫৯৩ টি, নবায়ন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ৮৭৫০ টি, মোট ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ১৩৫৫৬ টি।
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের থেকে (রিক্সা) নতুন ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়, যা বর্তমানে চলমান আছে। ভ্যান লাইসেন্স ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কার্যক্রম শুরু হয়েছে,যা বর্তমানে চলমান আছে। হলুদ অটোর ৫০০০ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে

সাধারণের বাজার ব্যবস্থাপনা	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাট বাজার রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে প্রতি বছর বাংলা চৈত্র মাসে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে এককালিন বরাদ্দ মূল্য গ্রহণ করে প্রতি এক বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
বিজ্ঞাপন শাখা	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট বিলবোর্ড, সপ সাইন ,ব্যানার/ফেস্টুন ,দেয়াল লিখন ,ভ্রাম্যমান গাড়ী/মাইকিং/মেলা বাবদ সর্বমোট ৫,৮৭৯,২২০/-

CamScanner

কসাইখানার ব্যবস্থাপনা	কসাইখানার ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে যে সকল বাজারে পশু জবাই করা হয় সেগুলো দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করে রাজস্ব আদায় করা হয়।
পানি সরবরাহ বিভাগ	১. পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পূর্বের ২৮৯ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন থেকে ২৯৬ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনে বৃদ্ধি করা। ২. বিগত বছরে ৩২ টি উৎপাদক নলকূপ ছিল। বর্তমানে আরো ০৫ টি উৎপাদক নলকূপ বৃদ্ধি করে মোট ৩৭ টি উৎপাদক নলকূপ চলমান রয়েছে। ৩.পানির পরিমান পরিমাপের জন্য প্রতি পাম্পে ফ্লোমিটার স্থাপন করা হয়। ৪. বিগত বছরে ২ কোটি ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতা থেকে উন্নীত করে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৭ হাজার ০৫ শত লিটার হয়েছে। প্রায় দৈনিক ৮৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ লিটার পানি বৃদ্ধি পায়। ৫. পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভ্রামান্যমান পানির ট্যাংক দিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়। ৬. বিনা মূল্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পানির লাইন ও পানি সরবরাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭. নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবৈধ সংযোগ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ও জরিমানার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
প্লানিং শাখা	১. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের প্রচলন ২. নিয়মিতভাবে নগর পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতি কর্তৃক সরাসরি নাগরিকদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান। ৩. ১৫ দিনে বিধি মোতাবেক ইমারতের নকশা অনুমোদন।

(২) অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ		সূচক ও অর্জন		
		সূচক	অর্থবছর ২০২১/২২	অর্থবছর ২০২২/২৩
ট্রেড লাইসেন্স		নতুনভাবে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	২২৭৭ টি	১৫৯৩ টি
		নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সংখ্যা	৬৬৬৩টি	৮৭৫০ টি
সাধারণের বাজার		খালি জায়গার পরিমান	শতকরা হার	শতকরা হার
গণশৌচাগার		নতুন ইজারা চুক্তির আওতায় পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	-	-
		নবায়নকৃত ইজারা চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত গণশৌচাগার এর সংখ্যা	১০ টি	১১ টি
বাজার ও স্টল শাখা	১.স্টলের সেলামী	১. স্টলের সেলামী(স্টল প্রতি)	৩৫,০৩,৮০৮/- (২৪ টি স্টল)	১০০০০০০০/-
	২.স্টলের ভাড়া	২. স্টলের ভাড়া (স্টল প্রতি)	১,৬৫,৪৮,১২০/- (১৪৭৫ টি)	৩০০০০০০০/-
	৩. হাট বাজার	৩. হাট বাজার থেকে আয় (প্রতি হাট বাজার)	১,৩২,২১,৮২৭/- (১৬ টি)	৫০০০০০০/-
	৪. বাস টার্মিনাল	৪. বাস টার্মিনাল থেকে আয় (টার্মিনাল প্রতি)	২৬,৮৬,৮৯৯/- (২ টি)	৩০০০০০০/-
	৫.পাবলিক টয়লেট ও খেয়াঘাট	৫.পাবলিক টয়লেট ও খেয়াঘাট ইজারা (ইজারা অনুযায়ী)	১০,৮০,৯২৫/- (২ টি টয়লেট ও ১ টি খেয়াঘাট	৮০০০০০-/
	৬.জবাইখানা(কশাইখানা)	৬.জবাইখানা ইজারা (কশাইখানা) ইজারা অনুযায়ী	১,২০,০০০/- (সব মিলিয়ে ১ টি)	১২৫০০০/-
	প্লানেট পার্ক	প্লানেট পার্ক ইজারা (ইজরিি অনুযায়ী)	৩,০২,৯৫০/- (১ টি পার্ক)	৩০২৯৫০/-

CamScanner

		মোট	৩,৫৪,৪০,৮৭৪/-	৪৯২৭৭৯৫০/-

(৩) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	ট্রেড লাইসেন্স	২০২১ সালের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ট্রেডলাইসেন্সের আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স	২০২২-২৩ অর্থ বছরে অযান্ত্রিক হলুদ অটোর বুবুক নবায়ন করায় আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩.	বাজার ও স্টল শাখা	1. ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় বাজার ও স্টল শাখার আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে

৭.৪বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ

উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	বর্ণনা
বাজার এবং গৃহস্থলীর বর্জ্য সংগ্রহ	প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্থলী বর্জ্য এবং বাজারে বাজারে গিয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ভ্যানবক্সের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট জায়গায় জমা করে। নির্দিষ্ট জায়গার সংগৃহীত বর্জ্য ট্রাকের মাধ্যমে Dumping Station এ ফেলা হয়। সম্পূর্ন কাজটি রাতের বেলায় সম্পন্ন করা হয়।
রাস্তা এবং নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	রাত ১০ টায় নগরীর সকল রাস্তাগুলো ঝাড়ুর মাধ্যমে ঝাড়ু দেয় হয় এবং এই কাজগুলো দেখাশুনার জন্য ৩০ টি ওয়ার্ডে ৩০ জন্য সুপারভাইজার নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নর্দমা পরিস্কার করার জন্য নর্দমা শ্রমিক রয়েছে এবং নর্দমা পরিস্কার করার জন্য কাজটি দিনের বেলা করে থাকে এবং ওয়ার্ড সুপারভাইজার এই কাজটি দেখাশুনা করেন।
হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থপনা	সরকারী হাসপাতালের বর্জ্য পূর্ব থেকেই সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে থাকে এবং হাসপাতালের বর্জ্য গৃহস্থলীর বর্জ্যের ন্যায় Open Dumping করা হয়। হাসপাতারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। বেসরকারী ক্লিনিক ও ডায়াগণস্টিক সেন্টারের বর্জ্য বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করার পদক্ষপে গ্রহণ করেছে।
গণশৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মনিটরিং	গণশৌচাগার প্রতিবছর ইজারা দেয়া হয় এবং ইরাজাদারই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে এবং হাট বাজার সুপারভাইজার মনিটরিং করে।
ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনা	ল্যান্ডফিল বর্তমানে ওভারলোড অঅছে। ল্যান্ডফিল ব্যবস্থাপনায়

CamScanner

	প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহের পর ০২ টি ক্ষাভেটরের মাধ্যমে সংগৃহীতবর্জ্য উপরে উঠিয়ে জমা করে।

(২)অর্জনের সূচক

সেবাসমূহ	সূচক	অর্থবছর ২০২১/২২	অর্থবছর ২০২২/২২৩
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংগৃহীত বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	১,০৯,৫০০ টন	১,১০,৫০০ টন
হাসপাতাল বর্জ্য	সংগৃহীত হাসপাতাল বর্জ্যের পরিমান (আনুমানিক)	২৯২০ টন	৩০০০ টন
রাস্তা ও নর্দমা পরিচ্ছন্ন রাখা	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন রাস্তার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	রাস্তা ৪০০ কিঃ মিঃ	১,০৯,৫০০ টন
	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করে এমন নর্দমার পরিমান (আনুমানিক দূরত্ব)	ড্রেন ১৫০ কিঃ মিঃ	ড্রেন ১৫০ কিঃ মিঃ
গণশৌচাগার	নিয়মিত পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলে এমন গণশৌচাগারের সংখ্যা	১০ টি	১০ টি

(৩)পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা

১.	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এই বছর গুরুত্বপূর্ন জলাশয় পরিচ্ছন্নতার আওতায় এসেছে এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ খালগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।
২.	

CamScanner

অধ্যায় ৯ কর্পোরেশন ও কমিটির সভা

৯.১ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভা

সভার আলোচ্য বিষয় ও প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
০১/০৯/২০২২ খ্রিঃ ৪র্থ পরিষদের ১৮ তম সাধারণ সভা	০১। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বাজেট নিয় আলোচনা।	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ৪১৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৬৬ টাকা এবং সংশোধিত বাজেট ২৯৬ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬০ টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ৪১৮ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭২ টাকা। চলতি অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট খাতে সর্বমোট ৩৩৮ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৭৯ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় (যার মধ্যে নিজস্ব উৎস্য থেকে ৬৩.০২ কোটি সরকারি থোক ও বিশেষ থোক ৩৬.১৯ কোটি এবং সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ২৩৮.৮৭ কোটি) যা সর্বমোট বাজেটের প্রায় ৮১ শতাংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বাজেট সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়।
২৮/১২/২০২২ খ্রিঃ ৪র্থ পরিষদের ১৯ তম সাধারণ সভা	আলোচ্যসূচী-১ঃ০১/০৯/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ৪র্থ পরিষদের ১৮তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ ও অনুমোদন। আলোচ্যসূচী-২ঃবরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২ অর্থ বছর) বিষয়ক আলোচনা ও অনুমোদন। আলোচ্যসূচী-৩ঃBDRSI সিস্টেমে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সম্প্রসারন প্রসঙ্গে।	সিদ্ধান্তঃ ০১/০৯/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ৪র্থ পরিষদের ১৮তম সাধারণ সভাও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট সভারকার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়। সিদ্ধান্তঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের হিসাব বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্তঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের

CamScanner

	আলোচ্যসূচী-৪ঃসিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তার নামকরণ বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	৩০টি ওয়ার্ডের জনসাধারনের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম গতিশীল করার জন্যবরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ড ও আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে নিবন্ধক ও তাদের কার্যালয়ে কর্মরত অফিস সহকারী কাম ডাটাএন্ট্রি অপারেটরদের অথরাইজড ইউজার দায়িত্ব প্রদান পূর্বক ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিদ্ধান্তঃবীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম খান (শহীদ খান)এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ অক্সফোর্ড মিশন রোড (নবগ্রাম রোডের মুখ হতে মুন্সি গ্যারেজ সংলগ্ন মুসমি গোরস্থান রোড এর মুখ পর্যন্ত) রাস্তাটি “বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ খান সড়ক” নামে নামকরন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
	আলোচ্যসূচী-৫ঃবরিশালসিটি কর্পোরেশন এলাকার ব্যাটারী চালিত অযান্ত্রিক থ্রি হুইলার হলুদ অটো (ইজি বাইক) চলাচল বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	সিদ্ধান্তঃবীর মুক্তিযোদ্ধা মিন্টু বসু এর সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯নং ওয়ার্ডস্থ রায় রোড (হাসপাতাল রোডের মুখ থেকে কালিবাড়ী রোডের মুখ পর্যন্ত) রাস্তাটি “বীর মুক্তিযোদ্ধা মিন্টু বসু সড়ক” নামে নামকরন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিদ্ধান্তঃ জনদূর্ভোগ লাঘবসহ ব্যাটারী চালিত অযান্ত্রিক হলুদ অটো (ইজিবাইক) চলাচলকারী পরিবারের প্রতি সহানুভুতি

CamScanner

		প্রদর্শন পূর্বক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত পূর্বের সকল বকেয়া মওকুফ করে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর থেকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)টি ব্যাটারী চালিত অযান্ত্রিক হলুদ অটো (ইজিবাইক)(প্রয়োজনে বাড়ানো যেতে পারে) চলাচলের অনুমোদন ও এর লাইসেন্সের মালিকানা ফি প্রতিটি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা নির্ধারণসহ উক্ত টাকার ১৫% ভ্যাট ও আয়কর (২০২৩ সনের ১লা জুলাই থেকে ২০২৪ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত) ব্যাংকে পরিশোধ পূর্বক মহাজনী লাইসেন্স নবায়ন/প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ৪র্থ পরিষদের ২০ তম সাধারণ সভা	আলোচ্যসূচী-১ঃ২৮/১২/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ৪র্থ পরিষদের ১৯তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ ও অনুমোদন আলোচ্যসূচী-২ঃ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	সিদ্ধান্তঃ২৮/১২/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত ৪র্থ পরিষদের ১৯তম সাধারণ সভারকার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ/২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবসের নিম্নরূপ অনুষ্ঠানমালা করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ

ক্রঃ	তারিখ ও সময়	অনুষ্ঠান	স্থান
০১	০৭/০৩/২০২৩ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	জাতীয় পতাকা উত্তোলন	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নগর ভবন, এ্যানেক্স ভবন, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ভবন, আমানতগঞ্জ এবং

CamScanner

			কাউন্সিলর কার্যালয় (সকল)
০২	০৭/০৩/২০২৩ সকাল ১০.০০টা	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।	এ্যানেক্স ভবন সম্মুখস্থ শহীদ সোহেলচত্বর
০৪	০৭/০৩/২০২৩ বিকাল ৩.০০ -৫.০০টা	ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ একযোগে প্রচার	১। সিটি কর্পোরেশনের সকল এলইডি-তে প্রচার ২। নগর ভবন ও এ্যানেক্স ভবন, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ভবনে, আমানতগঞ্জ, মাইকে প্রচার ৩। প্রত্যেক কাউন্সিলর কার্যালয়ে মাইকে প্রচার

বিঃদ্রঃ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা যেতে পারে, (৭ মার্চ, সুবিধাজনক সময়)।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

ক্রঃ নং	তারিখ ও সময়	অনুষ্ঠান	স্থান
০১.	১৭/০৩/২০২৩ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	জাতীয় পতাকা উত্তোলন	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নগর ভবন, এ্যানেক্স ভবন, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ভবন-আমানতগঞ্জ, টর্চার সেল, অশ্বিনী কুমার হল-সদর রোড এবং কাউন্সিলর কার্যালয় (সকল)
০২.	১৭/০৩/২০২৩ সকাল ১০.০০টা	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।	এ্যানেক্স ভবন সম্মুখস্থ শহীদ সোহেল চত্বর
০৩.	১৭/০৩/২০২৩ সকাল ১০.৩০টা	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	বঙ্গবন্ধু অডিটরিয়াম
০৪.	১৭/০৩/২০২৩ বাদ জুম'আ	সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নগর ভবনে দোয়া মোনাজাত	নগর ভবন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
		বরিশাল মহানগরী এলাকার সকল মসজিদ-এ বিশেষ দোয়া-মোনাজাত	মহানগরী এলাকার সকল মসজিদ
০৫.	১৭/০৩/২০২৩ ধর্মীয় সুবিধাজনক সময়	বরিশাল মহানগরী এলাকার মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডা সমূহে বিশেষ প্রার্থনা	মহানগরী এলাকার সকল মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডা
০৬.	১৭/০৩/২০২৩	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ওয়ার্ড কার্যালয় (সকল), সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্থাপনা, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র আলোকসজ্জাকরণ	স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান

CamScanner

০৭.	১৭/০৩/২০২৩ বিকাল ৩.০০টা	বাইসাইকেল র‍্যালী	নগর ভবন - লঞ্চঘাট - শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল - আমতলা মোড় - নথুল্লাবাদ - হাসপাতাল রোড- সদর রোড - বঙ্গবন্ধু উদ্যান।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ/২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস

ক্রঃ নং	তারিখ ও সময়	অনুষ্ঠান	স্থান
০১.	২৫/০৩/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২.০০টা থেকে	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সকল এলইডি-তে গণহত্যার ভয়াবহতার চিত্র প্রচার	নগর ভবন, এ্যানেক্স ভবন এবং অন্যান্য স্থান
০২.	২৫/০৩/২০২৩ তারিখ বাদ জোহর অথবা সুবিধাজনক সময় বশেষ দোয়া-মোনাজাত	২৫ মার্চ রাতে নিহতদের (গণহত্যা) স্মরণে বরিশাল মহানগরী এলাকার সকল মসজিদসমূহে বাদ জোহর অথবা সুবিধাজনক সময় বিশেষ দোয়া-মোনাজাত	বরিশাল মহানগরী এলাকার মসজিদ (সকল)
০৩.	২৫/০৩/২০২৩ তারিখ ধর্মীয় সুবিধাজনক সময় বিশেষ প্রার্থনা	২৫ মার্চ রাতে নিহতদের (গণহত্যা) স্মরণে বরিশাল মহানগরী এলাকার সকল মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডা সমূহে ধর্মীয় সুবিধাজনক সময় বিশেষ প্রার্থনা	বরিশাল মহানগরী এলাকার মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডা (সকল)
০৪.	২৫/০৩/২০২৩ তারিখ রাত ১০.৩০ থেকে ১০টা ৩১ পর্যন্ত ০১ (এক) মিনিট	ব্লাক আউট	বরিশাল মহানগরী এলাকা (কেপিআই /জরুরী স্থাপনা ব্যতিত)
০৫.	২৫/০৩/২০২৩ তারিখ রাত ১১.১০ মিনিট	২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনীদের হাতে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন	স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি, ওয়াপদা কলোনি, বরিশাল
০৬.	২৬/০৩/২০২৩ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	জাতীয় পতাকা উত্তোলন	নগর ভবন, এ্যানেক্স ভবন, স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি, পরিবহন ও বিদ্যুৎ ভবন, আমানতগঞ্জ, অশ্বিনী কুমার হল এবং কাউন্সিলর ওয়ার্ড কার্যালয় (সকল)
০৭.	২৬/০৩/২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০টা	শ্রদ্ধাঞ্জলি	স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি, ওয়াপদা কলোনি, বরিশাল
০৮.	২৬/০৩/২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০টা	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে র‍্যালী	স্মৃতি ৭১, নির্যাতন কেন্দ্র ও বদ্ধভূমি-আমতলা মোড়-বাংলাবাজার-জিলাস্কুল মোড়-কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার, বরিশাল
০৯.	২৬/০৩/২০২৩ তারিখ	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মহানগরী এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি আলোকসজ্জাকরণ ও বরিশল মহানগরের প্রধান প্রধান সড়ক জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করণ	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্থাপনা, কাউন্সিলর কার্যালয় (সকল), বে-সরকারী ভবন (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান)
১০.	২৬/০৩/২০২৩	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে	বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহান আরা বেগম পার্ক, সিএন্ডবি রোড, প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশু পার্ক,

CamScanner

	তারিখ	১। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহান আরা বেগম পার্ক সকাল-সন্ধ্যা শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা ২। প্লানেট ওয়ার্ল্ড শিশুপার্ক শিশু কিশোরদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা বিনা টিকেটে উন্মুক্ত রাখা ৩। শহীদ সুকান্ত বাবু শিশুপার্ক সকাল-সন্ধ্যা শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা ৪। গ্রীণ সিটি পার্ক সকাল-সন্ধ্যা শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখা ৫। অভিরুচি সিনেমা হল, বরিশাল-এ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা টিকেটে প্রদর্শণ	বান্দ রোড, শহীদ সুকান্ত বাবু শিশু পার্ক, আমানতগঞ্জ, গ্রীণ সিটি পার্ক, বঙ্গবন্ধু উদ্যান সংলগ্ন, অভিরুচি সিনেমা হল, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সড়ক (সদর রোড), বরিশাল।

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ
০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ৪র্থ পরিষদের ২০ তম সাধারণ সভা	আলোচ্যসূচী-৩ঃ রূপাতলী বাস টার্মিনালের নাম আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বাস টার্মিনাল নামে নামকরণ বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। আলোচ্যসূচী-৪ঃ পবিত্র মাহে রমজানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ভাতা প্রাপ্ত সকল সম্মানিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক (যারা ঈদ বোনাস প্রাপ্য) তাদের সকলকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ইফতার ভাতা প্রদান বিষয়ক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।	সিদ্ধান্তঃ বরিশাল রূপাতলী বাস টার্মিনালের নাম 'আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বাস টার্মিনাল' নামকরনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিদ্ধান্তঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ভাতা প্রাপ্ত সকল সম্মানিত ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক (যারা ঈদ বোনাস প্রাপ্য) তাদের ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ইফতার ভাতা সিটি কর্পোরেশন থেকে প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৯.২ স্থায়ী কমিটির সভা

(১) অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি
৩	সদস্য	শেখ সাঈদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ২১নং ওয়ার্ড, বিসিসি
৪	সদস্য	জনাব এ,টি,এম, শহিদুল্লাহ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ১০নং ওয়ার্ড, বিসিসি

CamScanner

৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-২ ও কাউন্সিলর, ৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি

অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব খান মোহাম্মদ জামাল হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর, ৬নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি সম্মানিত কাউন্সিলর, ৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব আজাদ হোসেন মোল্লা কালাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ৩০নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব গায়েত্রী সরকার, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৬, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাক্ষ্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্থায়ী কমিটি

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব এম সাইদুর রহমান জাকির সম্মানিত কাউন্সিলর, ২৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, সম্মাতি প্যানেল

CamScanner

		মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি সম্মানিত কাউন্সিলর, ৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব সালমা আক্তার শিলা সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-৭, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৪) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি

নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-২ ও কাউন্সিলর, ০৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মজিবর রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব মোঃ আকতার উজ্জামান গাজী (হিরু) সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব শেখ সাঈদ আহমেদ সম্মানিত কাউন্সিলর, ২১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

CamScanner

(৫) হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ স্থায়ী কমিটি

হিসাব নিরীক্ষা ও রক্ষণ কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব আয়শা তৌহিদ লুনা, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-৩ ও কাউন্সিলর (সংরক্ষিত আসন-৪), বিসিসি
৩	সদস্য	জনাব খান মোহাম্মদ জামাল হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৬নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব রাশিদা পারভীন সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১০, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব আজাদ হোসেন মোল্লা কালাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ৩০নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৬) নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি

নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব এ.টি.এম. শহিদুল্লাহ সম্মানিত কাউন্সিলর, ১০নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মোঃ মোশারেফ আলী খান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব সেলিনা বেগম সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৯, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব ইসরাত জাহান সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৫, বিসিসি।

CamScanner

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৭) পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি
পানি ও বিদ্যুৎ কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব শেখ সাঈদ আহমেদ সম্মানিত কাউন্সিলর, ২১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মোঃ মেহেদী পারভেজ খান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৩নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ২৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৮) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার স্থায়ী কমিটি
সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ২৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান ফারুক সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৩নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব সালমা আক্তার শিলা

CamScanner

		সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৭, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(৯) পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মজিবর রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব খান মোঃ জামাল হোসেন সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৬নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব সালমা আক্তার শিলা সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৭, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব তৌহিদুর রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৪নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১০) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি স্থায়ী কমিটি
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মোঃ মেহেদী পারভেজ খান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৩নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব তৌহিদুর রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৪নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব ইসরাত জাহান

CamScanner

		সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৫, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১১) জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি

জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব লিয়াকত হোসেন খাঁন সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব গায়েত্রী সরকার সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৬, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মিনু রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০১, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১১) জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি

জন্ম -মৃত্যু নিবন্ধন কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব লিয়াকত হোসেন খাঁন সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব গায়েত্রী সরকার সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৬, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব মিনু রহমান সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০১, বিসিসি।

CamScanner

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১২) যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি
যোগাযোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মোঃ মোশারেফ আলী খান সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব লিয়াকত হোসেন খাঁন সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সম্মানিত কাউন্সিলর, ২৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান ফারুক সম্মানিত কাউন্সিলর, ০৩নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১৩) বাজার মুল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী কমিটি
বাজার মুল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব গাজী নঈমুল হোসেন লিটু সম্মানিত প্যানেল মেয়র-১ ও কাউন্সিলর, ১৯নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সম্মানিত প্যানেল মেয়র-২ ও কাউন্সিলর, ৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

CamScanner

৪	সদস্য	জনাব মোঃ কেফায়েত হোসেন রনি সম্মানিত কাউন্সিলর, ৫নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব শেখ সাঈদ আহমেদ সম্মানিত কাউন্সিলর, ২১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

(১৪) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক	পদবী	নাম
১	পদাধিকারবলে সদস্য (মেয়র)	
২	সভাপতি	জনাব মোঃ আকতার উজ্জামান গাজী (হিরু) সম্মানিত কাউন্সিলর, ১৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৩	সদস্য	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্মানিত প্যানেল মেয়র-২ ও কাউন্সিলর, ০৭নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৪	সদস্য	জনাব শেখ সাঈদ আহমেদ সম্মানিত কাউন্সিলর, ২১নং ওয়ার্ড, বিসিসি।
৫	পদাধিকারবলে সদস্য সচিব	জনাব কোহিনুর বেগম সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৫, বিসিসি।

সভার আলোচ্য বিষয় এবং প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ

তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহঃ
সভা হয় নাই		

CamScanner